ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-10 ■ 15 October, 2024 ■ আগরতলা ১৫ অক্টোবর, ২০২৪ ইং ■ ২৭ আশ্বিন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মায়ের গমন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

কার্নিভালে মাতলো শহর, উৎসবের সমাপ্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর ।। উৎসবের বিদায় বেলায় হাজারো মানুষের কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠলো আকাশ বাতাস। মাকে বিদায় জানানোর পালা। এই উপলক্ষে রাজ্য সরকারের তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মায়ের গমন নামে কার্নিভালের আয়োজন হয় শহরে। উৎসবমুখর মানুষ গভীর রাত পর্যন্ত কার্নিভাল উপভোগ করলেন। গোটা শহর জনতার ভিড়ে নাকাবন্দি হয়ে গেল। পুলিশে পুলিশে ছয় লাপ। তবু সামলাতে যানজট মুক্ত করতে হিমশিম খেতে হয়েছে পুলিশ থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মীদের। বিভিন্ন ক্লাব ও পূজা উদ্যোক্তারা প্রতিমা নিয়ে শহর পরিক্রমা করে দশমী ঘাটে নিরঞ্জনের পর্ব শেষ করে। তবে কার্নিভালের পর্বটি ছিল তুলসীবতী স্কুল প্রাঙ্গণে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী থেকেও শুরু করে মন্ত্রিসভার সদস্য ও উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা উপভোগ করলেন ক্লাব ও পুজো উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন সংস্কৃতি পরিবেশন। তুলে ধরা হলো ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী জাতি উপজাতির সাংস্কৃতিক ও কৃষ্টি সংস্কৃতিকে। এছাড়া ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরার অবদান পরিবেশ রক্ষা সম্পর্কে সচেতনবার্তা শিশু শ্রম বন্ধ করা গাছ লাগানো নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়া সহ একাধিক বিষয় তুলে ধরা হয়েছিল টেবলু কিম্বা নানা ধরনের পোস্টারে মাধ্যমে। সারিবদ্ধ ভাবে বিভিন্ন সার্বজনীন পুজো উদ্যোক্তারা মায়ের প্রতিমা নিয়ে কার্নিভালে যোগ দেয়। ঢাক ব্যান্ড পার্টি সহ নানা ধরনের গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নৃত্য প্রদর্শন। তিন বছর ধরে এই ধরনের কার্নিভ্যাল উৎসবমুখর মানুষের কাছে নতুন মাত্র এনে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার হাত ধরে সূচনা হলো মায়ের গমন অনুষ্ঠানের। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিসভার বিভিন্ন সদস্যরা ও। দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে রাজ্যের জাতি-জনজাতি অংশের জনগণের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় হচ্ছে। রাজ্য সরকারও জাতি-জনজাতিদের এই সম্প্রীতির বন্ধনকে পাথেয় করে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গঠনের লক্ষ্যে কাজ করছে। আজ মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের সম্মুখে মায়ের গমন-২০২৪ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা একথা বলেন।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত মায়ের গমন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজন্য আমলেও মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে থেকে প্রতিমা বিসর্জন উপলক্ষ্যে সুসজ্জিত শোভাযাত্রা বের করা হতো। এই ঐতিহ্যকে স্মরণে রেখেই এবছর মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের সম্মুখে মায়ের গমন অনুষ্ঠানের আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মায়ের গমন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য শহরের বিভিন্ন ক্লাবগুলোকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। মায়ের গমন অনুষ্ঠানকে সফল রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে এখানে সুশৃঙ্খলভাবে বিভিন্ন ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগরতলা পুর নিগমের উদ্যোগে দশমীঘাটকে অত্যাধুনিকভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। ফলে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে প্রতিমা বিসর্জনও সম্ভব হচ্ছে। এজন্য মুখ্যমন্ত্রী পুর নিগমের মেয়র সহ সমস্ত স্তরের কর্মীদের ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে আগরতলা পুর নিগমের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উৎসবের শেষ বেলায় রোমহর্ষক কান্ড

স্ত্রী ও শাশুড়িকে কুপিয়ে খুন করল জামাতা, গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর ।। মা দূর্গার বিদায়ের বিষাদের মাঝে নৃশংসতা বুক কাপিয়ে দিল। স্ত্রী ও শাশুড়িকে দা দিয়ে কুপিয়ে খুন করল স্বামী। রবিবার ভোরের ওই নৃশংস ঘটনায় পুলিশ ঘাতক স্বামীকে গ্রেফতার করেছে। অভিযুক্তকে ১২ দিনের পুলিশ রিমান্ডের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

এ-বিষয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার ডা: কিরণ কুমার কে জানিয়েছেন, রবিবার ভোর চারটা নাগাদ ওএনজিসি নেতাজিনগর এলাকায় স্ত্রী তনুশ্রী আচার্য্য এবং শাশুড়ি সোমা আচার্য্য-কে দা দিয়ে কুপিয়ে নৃশংসভাবে খুন করেছেন মধুপুর নিবাসী সমরজিৎ চৌধুরী। ওই ঘটনায় পুলিশ মধুপুর থেকে সমরজিৎ-কে গ্রেফতার করেছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার জানান, তনুশ্রী ও সমরজিৎ গত দেড় বছর ধরে আলাদা থাকছেন। আদালতে তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা চলছে। তনুশ্রী বর্তমানে নেতাজিনগর এলাকায় তাঁর বাপের বাড়িতে থাকতেন। তাঁদের দুই সন্তান মধুপুরে স্বামী সমরজিৎ চৌধুরীর সাথে থাকে।

ডাঃ কিরণ কুমার কে-র কথায়, ধৃতের স্বীকারোক্তিতে স্ত্রী ও শাশুড়ি-কে খুনের ব্যাপারে পুলিশ নিশ্চিত হয়েছে। সমরজিৎ পুলিশকে জানিয়েছেন, শনিবার রাতে দুই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শোক মুখ্যমন্ত্রীর

দশমীর রাতে দুর্ঘটনায় এসআই'র মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর ।। দশমীর রাতে দূর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ত্রিপুরা পুলিশের এসআই ডেভিড ডার্লং। ভাঙমুন যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রায় দেড়শো ফুট খাদে পড়ে যায় গাড়ি। পরবর্তী সময়ে তাকে হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, দশমীর রাতে নিজ গাড়ি নিয়ে ডেভিড দামছড়া থেকে ভাঙমুন যাচ্ছিলেন। কিন্তু পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি প্রায় দেড়শো ফুট খাদে পড়ে যায়। সাথে সাথে এলাকার সানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। চিকিৎসারা তাঁকে মৃত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধবা মহিলার সাথে অবৈধ সম্পর্ক, আটক জওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। এক বিধবা মহিলার সাথে অবৈধ সম্পর্কের অভিযোগে এলাকাবাসীদের হাতে আটক হল এক টিএসআর জওয়ান। সোমবার সকালে এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে গোলাঘাটি বিধানসভার অন্তর্গত কাঞ্চনমালা এলাকার গকুল সরদার পাড়ায়।

সোমবার সকালে কাঞ্চনমালা এলাকার গকুল সরদার পাড়ার শ্যামল দাস এর বাড়িতে ফষ্টিনষ্টি করার জন্য এক বিধবা মহিলাকে নিয়ে আসে রাজধানী আগরতলা শহরের গোর্খাবস্তি এলাকার এক টিএস আর জওয়ান। বিধবা মহিলার বাড়ি গান্ধীগ্রাম এলাকায়। শ্যামল দাসের বাড়িতে এসে ওই বিধবা মহিলাকে বৌদি বলে পরিচয় দেয় টিএসআর জওয়ান। তারা শ্যামল দাসের বাড়িতে মদের নেশায় আসক্ত হয়ে শুরু করে ফস্টিনষ্টি।

ঠিক সেই সময় টিএসআর জওয়ান ও মহিলাকে হাতেনাতে আটক করে উত্তম মধ্যম দেয় এলাকাবাসী। জানা গেছে টিএসআর জওয়ানের স্ত্রী সন্তান রয়েছে। পাশাপাশি বিধবা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দশমীতে রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। বিজয়া দশমীতে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ গান্ধীগ্রামের এক বস্ত্র বিক্রেতা। দুশ্চিন্তায় পরিবার। এয়ারপোর্ট থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

রবিবার বিজয়া দশমীতে আগরতলায় মালিকদের বকেয়া টাকা দিতে গিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ গান্ধীগ্রামের বস্ত্র বিক্রেতা অজয় আচর্জী ওরফে বাপি। দুশ্চিন্তায় পরিবার। এয়ারপোর্ট থানায় মিসিং ডাইরি করা হয় বলে জানান উনার স্ত্রী।

কিন্তু কাকে কাকে টাকা দেবেন, কোথায় দেবেন, কত টাকা নিয়ে বেরিয়েছিলেন আগরতলার উদ্দেশ্যে সেই বিষয়ে পরিবারের কাছে কোনো তথ্য নেই। তবে নিখোঁজ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদায় বেলায় দুর্গাবাড়িতে সিঁদুর খেলায় মাতলেন মায়েরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর ।। তিথি অনুযায়ী বজ বিজয়া দশমী। বাতাসে বিষাদের সুর। প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। পাঁচ দিনব্যাপী এই শারদ উৎসবের জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও একটি বছর। বিজয়া দশমীতে প্রথা মেনে দূর্গাবাড়িতে হল সিদূর খেলা। আজ সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে থেকে শুরু হবে প্রতিমা নিরঞ্জনের রীতি।

গতকাল রাতে মন্দির, মণ্ডপে যেন মিলেমিশে গেছে আনন্দ-বেদনা। দেবীর বন্দনায় ছিল ভিন্ন এক আবহ। পূজার উদ্‌যাপন আর দেবীকে বিদায়ের সুর বেজেছে ভক্তের হৃদয়ে। সকালে কল্পারম্ভ ও বিহিত পূজার মাধ্যমে শুরু হয় নবমীর আনুষ্ঠানিকতা। পূজা শেষে ভক্তরা দেবীর চরণে অঞ্জলি নিবেদন করেন। এদিন মাকে বিদায় জানাতে দূর্গা বাড়িতে উপচে পড়া ভিড় পরিলক্ষিত হয়েছে।

তাছাড়া, বিজয়া দশমীতে বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ ও বারোয়ারী পূজা গুলিতে দশমীর পূজা শেষে সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন মহিলারা। রাজধানীর দুর্গা বাড়িতে সকাল থেকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্য থেকে বর্ষা বিদায় নিয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর ।। আজ ত্রিপুরায় বর্ষা বিদায় নিয়েছে। স্বাভাবিক সময়ের কাছাকাছি তা বিদায় নিয়েছে। মৌসম বিভাগ এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানিয়েছে। এর প্রভাবে গত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরিত্যক্ত জলাশয় থেকে শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৪ অক্টোবর।। তিনদিন নিখোঁজ থাকার পর সোমবার একটি পরিত্যক্ত জলাশয় থেকে চা শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনা কমলপুর থানার অন্তর্গত মায়াছড়ি এলাকায়। অষ্টমী পূজার রাত থেকে তিন দিন নিখোঁজ থাকার পর সোমবার একটি ছোট্ট পরিত্যক্ত জলাশয়ে অভিমুন্য মুন্ডা (৪৫) নামে এক চা শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে রাম দুর্লভপুর চা বাগানে।

এই ঘটনাটি ঘটেছে কমলপুর থানার অন্তর্গত মায়াছড়ি পঞ্চায়েতের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মূল্যবৃদ্ধির মধ্যেও ধনলক্ষ্মীর প্রস্তুতি তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, তেলিয়ামুড়া, ১৪ অক্টোবর ।। শারদোৎসবের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার আয়োজন ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষীর। লক্ষ্মীপুজোর আরাধনার জন্য প্রস্তুতি তুঙ্গে। কিন্তু পুজোর আয়োজন করতে গিয়ে কার্য্যত নাভিশ্বাস অবস্থা হয়ে উঠেছে মধ্যবিত্ত বাঙালির। কারণ অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি।

ধনের দেবী লক্ষ্মীর আরাধনায় কোনও ত্রুটি হোক, চাইছেন না গৃহকর্তীরা। তাই আজ থেকেই বাজারে কেনাকাটায় ধুম পড়েছে। ব্যবসায়ীদের মুখেও হাসি ফুটেছে। তবে জিনিসপত্রের দামের স্যাঁকায় হাত পুড়ছে মধ্যবিত্তের। তবুও সাধ্যের মধ্যে থেকেই আগামী ১৬ অক্টোবর মা লক্ষ্মীর পূজায় মাতবেন ত্রিপুরাবাসী।

জনৈক ক্রেতা জানিয়েছেন, বাজারে মূর্তির দাম অন্যান্য বছরের তুলনায় বেশি। খুবই ছোট আকারের মূর্তি ৪৫০ থেকে ৫০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। সামান্য বড় মূর্তি কিনতে গেলেই ১,০০০ থেকে ১,২০০ টাকা পর্যন্ত দিতে হচ্ছে। মূর্তি বিক্রেতাদের বক্তব্য, এ-বছর বন্যার কারণে সব জিনিসের দাম বেড়ে গেছে।

এদিকে, দুদিন বাদেই ধন ও সমৃদ্ধির দেবী কোজাগরী লক্ষ্মী পূজো। আর তাতেই জমে উঠেছে মূর্তি পাড়ার ব্যাস্ততা। বাঙ্গালির প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে লক্ষ্মী দেবী পূজার ধুম পড়বে রাত পৌহালেই। আর এতে করে এখন কার্য্যত খাওয়া দাওয়া ভুলে প্রতিমা তৈরিতে মূর্তি পাড়ায় চলছে চরম ব্যাস্ততা। প্রতিমার গায়ে চিন্ময়ী রূপ ফুটিয়ে তুলতে দিন রাত এক করে কাজে ব্যস্ত কুমোর পাড়ার প্রতিমা শিল্পীরা। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা১৫ অক্টোবর ২০২৪ ইং
২৭ আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

অতি আত্মবিশ্বাসেই ডুবিলো কংগ্রেস !

বিজেপি একের পর এক বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হইয়া তাহাদের শক্তি বাড়াইতে শুরু করিয়াছে। হরিয়ানাতেও কংগ্রেসকে বড়সড় ধাক্কা দিয়া বিজেপি জয় ছিনাইয়া নিয়াছে। তাহাতে বিজেপির শক্তি আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। হরিয়ানায় বিজেপির জয় অনেকটা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে অপ্রত্যাশিত বলিয়ায় মনে হইয়াছিল। কিন্তু স্থানীয় নেতারা জয় সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন বলিয়াই দাবি করিয়াছেন। কংগ্রেস কে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানাইয়া হরিয়ানায় বিজেপি জয়ী হইয়াছে। অবশ্য হরিয়ানায় কংগ্রেসের পরাজয়ের নানা কারণ রহিয়াছে। ভোট পরবর্তী পর্য্যালোচনায় তাহা পরিষ্কার হইয়া উঠিবে। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের অতি আত্মবিশ্বাসী হরিয়ানায় পরাজয় হইয়াছে তাহা কংগ্রেস দল অস্বীকার করিতে পারিবে না। হরিয়ানার পরাজয় হইতে কংগ্রেস দলকে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যতায় ভবিষ্যতে কংগ্রেস দল একের পর এক রাজ্যে পরাজিত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে।

সমস্ত প্রাক ও পোস্ট বুথ ফেরত সমীক্ষাকে ব্যর্থ করিয়া মোদী শাহের দল বিজেপি হরিয়ানায় জিতিয়া দলীয় কর্মীদের তলানিতে চলিয়া যাওয়া আত্মবিশ্বাসকে উপরে তুলিয়া আনিলেন। রাজনৈতিক মহলের মতে ও জাঠ ৪২ টি জাতি গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া বিজেপি অতি আত্মবিশ্বাসী কংগ্রেসকে ধাক্কা দিয়াছে। কংগ্রেসকে হারাইতে আই ডি এল, যে যে পির মত জাঠদের দল, মায়াবতীর বিএস পি, চন্দ্রশেখর আজাদের ভীমসেনাকে দলিত ভোট ভাঙ্গাইতে ব্যবহার করিয়াছে বিজেপি। এর উপর আম আদমি পার্টি বিজেপি বিরোধী ভোটে ভাগ বসাইয়া কংগ্রেসের নিশ্চিত বিজয় রুখিয়া দিয়াছে বলিয়াই মনে করিতেছে রাজনৈতিক মহল।প্রাক ও পোস্ট নির্বাচনী বুথ ফেরত সমস্ত সমীক্ষা গুলি বিজেপি বিশেষ করিয়া মোদী শাহের রক্তচাপ বাড়াইয়া দিয়াছিল। বিজেপি হারিতেছে মনে করিয়া শেষ মুহূর্তে নির্বাচনী প্রচারে যান নি মোদী অমিত শাহরা। মনমোহন খট্টর ও হরিয়ানা থেকে তাঁহার অপসারণে ক্ষুব্ধ ছিলেন। কিন্তু হরিয়ানার স্টপ গ্যাপ মুখ্যমন্ত্রী সাইনি যিনি ওবিসি সম্প্রদায়ের মুখ তিনি আস্থা হারান নি। বলিয়াছেন সব সমীক্ষা ফেল করিবেও। কংগ্রেসের জাঠ কার্ড ও দলিত কার্ড ফল দিবে না।কংগ্রেস হাইকম্যান্ড নেত্রিত্বের কাছে আগাগড়া জয়ের লম্বা চোড়া দাবি করিয়া আসিয়াছিলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র সিং হুডা, দলিত নেত্রী শৈলজাকে সাইড লাইনে বসাইয়া দেন ভুপেন হুডা। পরে রাহুল গান্ধীর হস্তক্ষেপে শৈলজাকে নানা বড় সমাবেশে সামনে আনা হয়।জানা গিয়াছে যে, ভূপেন্দ্র হুডা কংগ্রেস নেতৃত্বকে ৫০-৬০ আসনে জয়ের আগাম বার্তা দিয়াছিলেন। যাহা বাস্তবায়িত হয়নি। কংগ্রেসের এই হারের পর যে ভুপেন্দ্র হুডা ও তাঁহার সাংসদ পুত্র দীপেন্দ্র হুডার উপর চাপ বাড়িবে তাহা বলাই বাহুল্য। কুমারী শৈলজা প্রার্থী নির্বাচনের গলদেও ক্ষুব্ধ। তাঁহার ১৩ জন সমর্থক মাত্র মনোনয়ন পান। হুডা ৭০ জন নিজের পছন্দের লোকেরদের প্রার্থী করিয়াছিলেন হরিয়ানায় কংগ্রেসের হারের পর উৎসাহ ও উদ্দীপনা বাড়িয়াছে গেরুয়া শিবিরের। হরিয়ানা জয়ের পর এবার মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খন্ডে ব্যপক প্রচার ও জন সংযোগ ঝাঁপাইতে চলিয়াছেন মোদী শাহরা মনে করিতেছেন রাজনৈতিক মহল।

জামাত-শিবিরদের ছড়িয়ে দেওয়া প্রশ্নের উত্তর দিলেন তসলিমা

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): অসাম্প্রদায়িকতা নিয়ে জামাত-শিবিরদের ছড়িয়ে দেওয়া প্রশ্নের উত্তর দিলেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। এই সঙ্গে লিখেছেন, “কাল্পনিক সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশে পশুবলি না পশু কুরবানি আজ থেকে বন্ধ হোক।”

তসলিমা সোমবার সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, “বাংলাদেশের জামাত-শিবির, হেফাজতি-হিযবুতি, আইসিস-আনসারুল্লাহ জিহাদি-জঙ্গি, সন্ত্রাসী-সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী ফেসবুকে ছড়িয়ে দিয়েছে এই লেখাটি। 'এই যে তসলিমা নাসরিন আজ পূজার ”ভোগ” খেয়ে ফেসবুকে জানান দিলেন। কই কোনো কুরবানির ঈদে তো তাকে গরুর মাংস খেয়ে জানান দিতে দেখলাম না! অসাম্প্রদায়িকতা মানে কি কেবল একটি বিশেষ ধর্মকে ঘৃণা করতে শেখা? তাদের অসাম্প্রদায়িকতা এমন একপাক্ষিক কেন?'

এর উত্তরে আমি বলছি, হিন্দুরা তাদের কাল্পনিক দেবদেবীকে খিচুড়ি নিরামিষ, মিষ্টি, ফল ইত্যাদি ‘’ভোগ” নিবেদন করে। ভক্তরা বিশ্বাস করে এই ভোগ দেবদেবীর আশীর্বাদপুষ্ট। তারা ভোগ বা প্রসাদ ভক্তিভরে খায়। অন্যকে খেতে দেয়। হিন্দুদের ভোগ আর মুসলমানের কুরবানির গরুর মাংস এক নয়।

জন্ম থেকে গৃহস্থ বাড়িতে আদরে আহলাদে বড় হওয়া পোষা জীবন্ত বলিষ্ঠ ষাঁড়কে কয়েকজন লোক বাঁশ আর দড়িতে বেঁধে, ল্যাং মেরে শুইয়ে দেয়। বাঁচার জন্য চিৎকার করে কাঁদতে থাকে ষাঁড়, চার পা ছুঁড়ে কাঁদতে থাকে অসহায় নিরীহ প্রাণী। কিন্তু কেউ তাকে বাঁচতে দেয় না। তার কণ্ঠদেশ ধারালো ছুরি দিয়ে কাটতে থাকে। ফিনকি দিয়ে ওঠে রক্ত। পাশে দাঁড়িয়ে নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখতে থাকা লোকেরা আনন্দে হাততালি দিতে থাকে। আল্লাহ আকবর বা আল্লাহ শ্রেষ্ঠ বলে কাল্পনিক আল্লাহর উদ্দেশে পোষা ষাঁড়ের কণ্ঠদেশ কাটতে থাকে, রক্তের বন্যা বইতে থাকে। কুরবানির গল্পটাও কাল্পনিক। আল্লাহ নাকি ইব্রাহিম নামের এক লোককে বলেছিলেন আল্লাহকে সে কতটা ভালবাসে তার প্রমাণ দিতে হবে নিজের পুত্রকে কুরবানি দিয়ে। কোনও মহান কেউ কি এমন আবদার করতে পারে? কোনও পিতা কি কোনও কিছু প্রমাণ দিতে নিজের পুত্র'কে হত্যা করার জন্য তৈরী হয়? হয় না।

হিন্দুরাও তাদের কাল্পনিক ভগবানকে খুশি করতে এক সময় পশু বলি দিত। শুধু হিন্দুরাই নয়, পৃথিবীর নানা প্রান্তে থাকা নানা গোষ্ঠী পশু বলি তো দিতই, নরবলিও দিত। কিন্তু মানুষ যত সভ্য হয়েছে, তত বিলুপ্ত হয়েছে অমানবিক বর্বর প্রথা। হিন্দুরা এখন আর পশু বলি দেয় না। পশু বলি দেওয়া নিষিদ্ধ।

শুধু মুসলমানরাই টিকিয়ে রেখেছে পশুবলি বা কুরবানি। মুসলমানরা সভ্যতার পথে হাঁটতে শুরু করলে, আমি বিশ্বাস করি, এই নৃশংস কুরবানি প্রথা তারা নিষিদ্ধ করবে।

ভারতে গরু কুরবানি নিষিদ্ধ, এদেশে মুসলমানেরা ঈদের দিন ছাগল বা ‘’বকরি” কুরবানি দেয়। যে দেশে আমি বাস করছে, সেখানে মুসলমানেরা আমাকে কেউ ঈদের ‘’দাওয়াত” খেতে ডাকেনি। আমি যে গরুর মাংস খাই না, তা তো নয়। ভারতের বাইরে গেলে খাই। তবে সেসব মাংস কুরবানি ঈদের নয়, ফার্মের গরুর মাংস,যে গরুকে খাদ্য হিসেবে জন্ম দেওয়া এবং বড় করা হয়।'

বীরভূমের বিস্ফোরণের রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): বীরভূমের কয়লাখনিতে বিস্ফোরণে মামলার শুনানিতে সোমবার রাজ্যের রিপোর্ট চাইলেন বিচারপতি। ফরেনসিক রিপোর্টও পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ৫ নভেম্বর এই মামলার শুনানি। ওইদিনই রাজ্যের তরফে রিপোর্ট দেখবেন বিচারপতি।

৭ অক্টোবর বীরভূমের খয়রাশোলে কয়লাখনিতে বিস্ফোরণের জেরে সাত শ্রমিকের মৃত্যু হয়। গঙ্গারামচক কয়লাখনি থেকে কয়লা উত্তোলনের জন্য বিস্ফোরণ ঘটানোর সময়ই দুর্ঘটনাটি ঘটে। খনির ভিতরে আটকে থাকা ৫ শ্রমিকের দেহ উদ্ধার হয় প্রথমে। পরে আরও ২ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। ওই ৭ শ্রমিকের মৃত্যু নিয়ে আগেই মামলা হয়েছিল কলকাতা হাই কোর্টে।

বাঁশ-বেত দিয়ে তৈরি সামগ্রী আজও আকর্ষণ হারায়নি

বাংলায় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে কৌম নর-নারীরা মাটি-বাঁশ-কাঠের মতো সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে ব্যবহারিক প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা শিল্প বস্তুগুলি তৈরি করেছে। গ্রামবাংলার মাটির চালাঘর মূলত দাঁড়িয়ে থাকে কাঠ বা বাঁশের খুঁটির জোরে। ঘরামিরা ধাপে ধাপে ধাপে কাদা দিয়ে দেওয়াল তোলে; সূত্রধররা কাঠ দিয়ে নানা শৈল্পিক ভঙ্গিতে তৈরি করে দেন চালাঘরের চাল ধরে রাখার কাঠামো, বারুইরা খড় ও বাঁশ-বেত দিয়ে ঘরের চাল ছেয়ে দেন। ঘরের ভেতরের অংশটি সেজে ওঠে চালের ভার বহনকারী বামন আকৃতির কাঠের পুতুল, খোদাই করা কাঠের নানা কারুকাজে এবং বেত, সরকাঠি, ময়ূর-মাছরাঙার মতো রঙিন পাখির পালকে। বাঁশ-বেতের ভেনকি তাক এবং নকি ছাদতো রয়েইছে। চারকোণে ঝোলানো হয় বেতের তৈরি আনারস। নকশি কাঁথা কিংবা শীতলপাটির চাঁদোয়া টাঙ্গানোর ঝোঁকও ছিল। অবশ্য এ ছবিগুলো হারিয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে গুরুত্ব পায় মণিমুক্তোর ঝালর ও সোনার টুনিতে সাজানো মনসামঙ্গলে উল্লেখিত ‘উদয় তারা ঘর’। ধানের মরাই দেখা যায়; কিন্তু হারিয়ে গেছে ধান ও কুঁড়ো মজুত রাখার জন্য তৈরি বাঁশের গোল কাঠামোর মাটির প্রলেপ চাপানো ডলো।

উৎসবের দিনে বাঁশ পুঁতে তার ডগায় বাঁধা চোঙা-মাইক; এ দৃশ্য যেমন হারিয়েছে, তেমনি হারিয়ে গেছে উনুনশাল সংলগ্ন রান্নাঘরে আড়াআড়ি অবস্থানে থাকা বাঁশে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া শিকের গুরুত্ব। খাদ্যাদি রাখার জন্য রঙিন সুতো পাটের দড়ি দিয়ে তৈরি আধার। ফাঁস তোলা ও বিনুনী গাঁথার কৌশলে তৈরি। প্রয়োজনে ভেতরের শূন্য অবস্থানটিকে সঠিক রূপ দিতে থাকে থাকে সাজানো সরু কঞ্চির বেড়ি। উনুন শালের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ছিল ছিদ্র করা বাঁশের চোঙ। মাটির উনুনের জ্বালানি ঢোকানোর পথে কিংবা গুল-ঘুঁটে সাজানো উনুনের নীচের বড় ছিদ্রপথে বাঁশের চোঙটি ঢুকিয়ে ফুঁ দিয়ে আঁচের আগুন তোলা হতো।

ছিদ্রহীন চোঙে রাখা হতো তেল এবং দুধ-দই। এক্ষেত্রে ওপরের অংশটি একটু চেরা করে কোটা। জাপানে বাঁশের চেরার মগ ছিল অবর্ণনীয়। বাঁশের চাচাড়ি দিয়ে তৈরি হয় দরমার বেড়া। শত্রুপক্ষকে চমকে দেওয়ার মতো বাঁশের কেল্লা তৈরিতে দক্ষ ছিল বাংলার বনবাসীরা। বাঁশ হাতে রায়বেঁশে সৈন্য ছিল বাংলার গর্ব। পরবর্তীকালে জমিদারদের ঠ্যাঙারে লাঠিয়াল হয়ে সেই অহংকার হারিয়ে গেছে। রণপা বিজ্ঞাপনের চরিত্র। নৃত্যের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ-নৃত্যের রূপ নিয়েছে। দুর্গ তোরণের বক্র রূপের মতো দুর্গা-চাল আর্থ চালচিত্রের বক্র কাঠামোটিও বাঁশের। প্রতিমা মূর্তির মূল কাঠামোও বাঁশ-খড়ের। কাগজ তৈরিরও কাঁচামাল বাঁশ। বাঁশের ঘরও হচ্ছে।

কয়েকদিন জলে ভিজিয়ে রেখে হাল্কা আগুনের তাপ বা ধোঁয়া খাইয়ে বাঁশকে কাজের উপযোগী করা হয়। বাঁশের লম্বা আঁশকে কাজে লাগানো হয় সুকৌশলে। বাঁশের কাজে দক্ষ বাংলার ডোম, বাগদি, মহালি, রাইতিরা। ছেলে-মেয়ে উভয়ই এ কাজ করে। শূদ্র ও নারী জাতির সংগ্রাম। বাঁশ-বেত শিল্পের উৎকৃষ্ট মানের কাঁচামাল মেলে মণিপুর, ত্রিপুরা, অসম-সহ উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে। নানা প্রজাতির বাঁশ ও বেত। পশ্চিমবঙ্গের বাঁশুলি ও তলতা বাঁশ উন্নতমানের এবং মালদার মাকলা বাঁশও বেশ উন্নতমানের। বাংলায় উত্তর-পূর্ব সীমান্তের বনবাসীরাই বাঁশ-বেত শিল্পকে উচ্চ-মান দিয়েছে। দক্ষিণে বেত অপেক্ষা বাঁশের উপরই বেশি নির্ভরশীল। পাশাপাশি গুরুত্ব পেয়েছে তালপাতা, খেজুর পাতা, হোগলা বা হেঁসতি পাতা-ঘাস এবং পাতি বা মুঠা জাতীয় ঘাস। পশ্চিমবঙ্গে বাঁশ বেতের কাজে দক্ষতার পরিচয় মেলে মালদার গাজল; মঙ্গলবাড়ি; সাহাপুর; হরিশ্চন্দ্রপুর; আলপুর; উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার; কালিগঞ্জ; রায়গঞ্জ; দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমুণ্ডি; কোচবিহারের কোতোয়ালি; দার্জিলিংয়ে সমরনগর; নকশালবাড়ি; নদিয়ার করিমপুর; সুভাষনগর; হুগলী খানাকুল থানার শঙ্খপুর; আরামবাগের সেনপুর গ্রাম; পূর্বমেদনীপুরের ঘাটাল; খাঞ্জাপুর; মৈতনা; বাঁকুড়ার ছাতনা; পুরুলিয়ার চড়িদা; হাওড়ার ডোমজুড়; জগৎবল্লভপুর; মাকরদহ; পাতিহাল; চব্বিশ পরগনার বিষ্ণুপুরের দেউলি গ্রাম; একসময় কলকাতার চিৎপুরের ডোমপাড়াও এ শিল্পে সুনাম নিয়েছিল। আজ কলকাতায় প্লাস্টিকের রমরমা বাজার হলেও আধুনিক চিন্তায় বাঁশের নিজস্ব সৌন্দর্য এবং বেতের বাঁধন শিল্পীর কল্পনাগুণে আকর্ষণীয়। ব্লেড দিয়ে বাঁশের লম্বাটে আঁশকে গোল করে কাটা; তারপর লম্বালম্বি ভাবে আঁশ তুলে বাঁশকে অলংকৃত করা। এভাবে খোদাই কর্মের মধ্য দিয়ে তৈরি হচ্ছে নানা সৌখিন শো-পিস এবং আসবাবপত্র। মণ্ডপ সজ্জায়ও গুরুত্ব পাচ্ছে বাঁশের অলঙ্কৃত সৌন্দর্য। কাপড় ঢাকা বাঁশের কাঠামো তো আছেই।

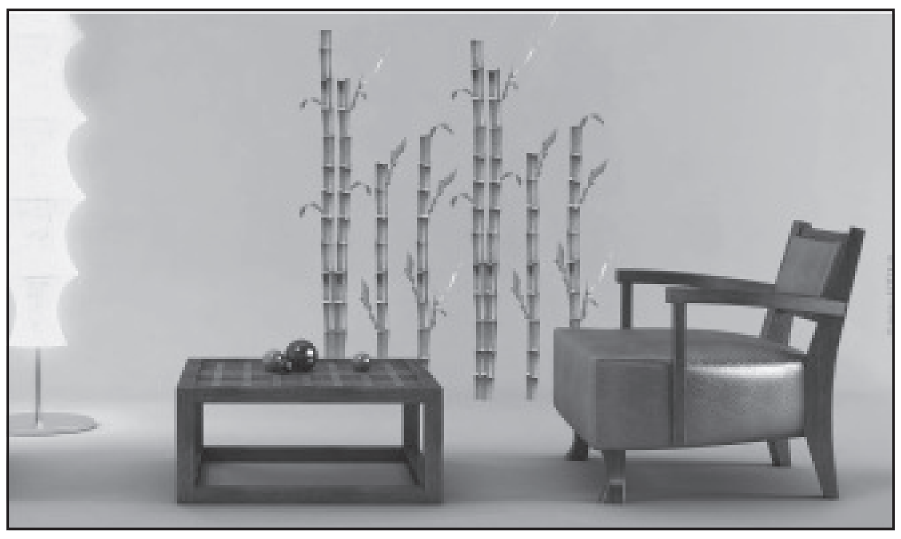

গোরু বাঁধার গোঁজ থেকে গোরুর গাড়ি এবং গোরুর গাড়ির ঢেউ খেলানো ছদরিও বাঁশের। ধান বোনার ডালা থেকে বিয়ের চিত্রিত বরণডালাও বাঁশের। শস্যের খোসা উড়িয়ে দিতে ব্যবহৃত কুলো মাঙ্গলিক প্রয়োজনে চিত্রিত হচ্ছে। লাল শালু জড়ানো ও কড়ি বসানো চুপড়িই হলো লক্ষ্মীর ঝাঁপি বা সিঁদুর চুপড়ি। বাঁশের সাহায্যে তৈরি হয় ঝুড়ি, চালুনি, ধুচুনি, ডোকা-থুনচে বা পিঠা কাল্লোয়াং। বনবাসীরা তৈরি করে খাড়া বা লাঙ্গা। মাটির কাজের জন্য কুমোররা তৈরি করে নেয় কাঠম কাঠি ও মাজা কাঠি। মাটির ঘরের দরজার শিকল দেওয়ার চেনা ছবি ছিল বাঁশের হুড়কো। বাঁশের মাচায় বসার স্বাদ অনেকের না মিটলেও; মইয়ের সঙ্গে সবারই পরিচয় আছে। ঢেঁকিতে পা দিতে হলে বাঁশের সাহায্য ছাড়া উপায় নেই। নৌকো তৈরির সময়ও বাঁশের ঠেক চাই। তির-ধনুক, টাঙ্গা-টাঙ্গি-বর্শার হাতল বাঁশের তৈরি। বাঁশ স্বয়ং নিজেও অস্ত্র বটে। মাছ ধরার কেঁচ, বানা, ছিপ, শটকা, পাঙ, ঘুনি, পলুই সবই বাঁশের তৈরি। নদীতে বড় মাছ ধরতে হালুক। মাছ রাখতে মাথায় এবং কোমরে বাঁধা খালুইও বাঁশের। বাঁশের দণ্ড ঘাড়ে নিয়ে হেঁটে যাওয়া হেলা-ভেলা-মালা ফেরিওয়ালার পিছু নিত গ্রাম্য শিশুর দল। কিনে নিতো বাঁশ-কাগজের পতিঙ্গা এবং বাঁশের বাঁশি। সরল, আড়, মুরলী, বেণু, নয়া, টিপরা নানা গঠনে নানা নামের বাঁশি। বাঁশ-কাগজের ঘুড়িও শিশুর কাছে আকর্ষণীয়। দাদু-ঠাকুমার হাতের পাখায় ঠাণ্ডা হতো দুরন্ত শিশুর মন। বাঁশ, মুরতা বেত, তালপাতা, খেজুর পাতা, নারকেল পাতা, কলার শুকনো খোলের বেতি, চুলের ফিতে, পালকে সেজে উঠতো শখের পাখা। প্রয়োজনে চিত্রিত। হাত পাখা সহজে ঘোরাতে হাতলে সর বাঁশের নল লাগানো। হিন্দু সমাজে মৃত ব্যক্তির নাতিরা শ্রাদ্ধের দিন সন্ধ্যেয় ডোম-বাগদিদের তৈরি করে দেওয়া বাঁশ-রঙিন কাগজের তৈরি দোলা রথ-নৌকো কলা গাছের ডেলায় গেঁথে প্রদীপ জ্বালিয়ে জলে ভাসিয়ে দেয়, সঙ্গে নাম-সংকীর্তন।

গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বাঁশের সরু কঞ্চি বা বেতের ছড়ি ছিল ভয়ের কারণ। কাঠের মুখোশের পাশাপাশি পরবর্তীকালে গুরুত্ব পেয়েছে বাঁশের মুখোশ। বাঁশের মুখোশ এবং বাঁশের কাট-ডলগুলিকে ঘরসাজানোর কাজে লাগানো হচ্ছে। বাঁশের কাঠামো ও বেতের বাঁধনে তৈরি শোফাসেট, টি-টেবিল, পা ছড়িয়ে বসার চেয়ার আধুনিক। চিন্তা-ভাবনায় বেশ আকর্ষণীয়। প্রয়োজনে রঙিনও হয়েছে। পায়াতে অঁটকে দেওয়া হচ্ছে নতুন গ্রামের কাঠের পুতুল। চেড়া বাঁশের আড়াআড়ি বাঁধুনিতে তৈরি সাধারণ মোড়া অপেক্ষা পিঠে ঠেসদেওয়া মসৃণ বেতে মোড়া মোড়া গঠন সৌন্দর্যে বেশ আকর্ষণীয়। বাঁশের চৌকো ও গোল ফ্রেমও বেশ চমক দেয়।

বাঁশ-বেতের কাজে মূল সৌন্দর্যের উৎস লুকিয়ে থাকে শিল্পীর ভাবনায়। আর তার প্রকাশ ঘটে বুননি ও মেলাইয়ের দক্ষতায়। মাঝে মাঝে জলে ছেটা মেরে মেরে বাঁশ ও বেতকে নরম করে নেওয়া। চতুর্থ আঙ্গুলের নিয়ন্ত্রণে এক-দুই-তিন করে গেঁথে ফেলা। বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলে একটা নির্দিষ্ট রূপ দেওয়া। অর্থাৎ বংশ পরম্পরায় চর্চিত জ্ঞান নিয়ে সেজে ওঠে বাঁশ-বেত শিল্প। বাঁশ অপেক্ষা বেত নমনীয়, তাই সহজে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সরু বেতকে নানা আকৃতি দেওয়া যায়। প্রথমে বেতকে কয়েকদিন জলে ভিজিয়ে রেখে তুলে নিয়ে সোজা করতে হয়। আঁতি-গিট চেঁচে ফেলার পর ধারালো কিছু দিয়ে প্রয়োজন মতো চেরা হয়। ফসল মাপার জন্য বেতের জিনিস গুরুত্ব পেয়েছে। তাল কাঠ ও পিতলের পাশাপাশি বেত দিয়ে তৈরি হয় পাই-কুনকে। দাঁড়িপাল্লাও হতো বেত দিয়ে। লক্ষ্মীর হাঁড়ি, ফুলের সাজি, জল পাত্রের ঢাকনা ঝুম, ছাম্মা বাক্স, ট্রে, ব্যাগ, চটি এ সবই সরু বেতের তৈরি। মোটা বেত দিয়ে তৈরি হয় মোড়া, বড় আকৃতির পাত্র, মাছ-চরকি এরকম নানা অলঙ্করণে সাজানো পালকি আকৃতির বিয়ের সৌখিন ডালা। জুঙ্গুর ছাতাও বেশ আকর্ষণীয়। বেশি মোটা বেত দিয়ে তৈরি বয় দোলনা, হাত-লাঠি, ছাতার বাঁট, ইজি-চেয়ার। শীতল পাটির শীতল ছোঁয়া তো আছেই। বলাবাহুল্য শীতল পাটি তৈরি হয় মুত্রা বেত দিয়ে। শীতলপাটি তৈরিতে কোচবিহারের ঘুঘুমারি, ফুসনাডাঙ্গা, ধুনিয়াবাড়ির শিল্পীরা দক্ষতা দেখিয়েছে। ধারালো কিছু দিতে মুত্রা বেত কেটে কয়েক ফালিতে চিরে ফেলা হয়। তারপর লেগে থাকা ভেতর দিকের নরম অংশটি চেঁচে ফেলে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ওপরের অংশটি একটু চেঁচে নিলে বেরিয়ে আসে বাদামি রঙ। শীতলপাটি বোনার উপযোগী হলো নরম কোষের উন্নতমানের মুত্রা বেতের ছাল; আর কম উন্নতমানের অংশগুলি দিয়ে বানো হয় বুকা পাটি। বলা বাহুল্য, মুত্রা বেতের ছাল বারো ঘণ্টারও বেশি সময় ডুবিয়ে রাখা হয় জমানো টকে যাওয়া ভাতের ফ্যানে। এর সঙ্গে টক দই মিশিয়ে সিদ্ধ করলে বেত সাদা-মসৃণ হয়। প্রয়োজনে রঙিন করতে সিদ্ধ করার সময় রঙ মিশিয়ে দেওয়া হয়। তারপর ধুয়ে শুকিয়ে বেতকে পাটি তৈরির উপযোগী করে দেওয়া হয়। দু'হাত দিয়ে দুটো রেখে দুটো ধরে চলে বুনন কাজ। তেরছা ভাবে এক-দো অথবা তে ধারা পদ্ধতিতে বুনন শুরু হয়। বর্তমানে শীতলপাটি দিয়ে তৈরি হচ্ছে ব্যাগ, জুতো, টেবিলের ঢাকনা, গহনায় রঙিন সুতোর পরিবর্তে পাটির বাঁধন। মেয়ের বাড়ির তত্ত্বে পাঠানো চিত্র নকশাতে সাজানো শীতলপাটির প্রয়োজনীয়তা হারাতে বসেছে। বাঁশ-বেত দিয়ে তৈরি মাছ, কচ্ছপ, ফুলদানি, টব রাখার উঁচু থাম, টেবিল ল্যাম্প, হ্যাজাক লাইট, বাল্বের ছাতা শেড, ঘড়ির-বেল্ট, মেয়েদের মাথার ক্লিপ, পাখির বাসার মতো দোলনা এসব বেশ আকর্ষণীয়। আর কৃষি কাজে তো বাঁশ-বেতকে অবজ্ঞা করার উপায় নেই। গ্রাম্য কৃষি সংস্কৃতিতে বাঁশ-বেত শিল্পের চাহিদা সম্পূর্ণ রূপে প্রয়োজন কেন্দ্রিক। শহরে ওই শিল্পগুলি তেমন গুরুত্ব পায় না। শিল্প দ্রব্যগুলির দামও কম। ভালো দাম পাওয়ার আশায় শহুরে সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দিয়ে বাঁশ-বেত নানা ভাবে সেজে উঠছে। আধুনিক প্রযুক্তির এবং শিল্পদ্রব্যের কাছে বাঁশ বেত গুরুত্ব হারাতে বসেছে। মেদিনীপুরের বনবাসীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে অস্থায়ী ডেরা বেঁধে গ্রামের পরিবারগুলির চাহিদা মতো বাঁশ বেতের জিনিস তৈরি করে দিতো।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার পথিকৃৎ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

ড. বিমলকুমার শীট

ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরেজি শিক্ষার মান ছিল সবার ওপরে তুলনায় দেশীয় ভাষার মর্যাদা ছিল নীচুতে। জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চায় তাই ইংরেজি ভাষার কদর। এক সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেশকরূপে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) বাংলায় প্রবন্ধ পাঠ করতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয় অনুমতি না দেওয়ায় তিনি প্রবন্ধ পাঠ প্রত্যাখ্যান করেন। শেষে ভাইস চ্যান্সেলর স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাদিকারী তাঁকে বাংলায় প্রবন্ধ পাঠের অনুমতি দেন। এ থেকে অনুমেয় যে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার কাজটি কত কঠিন ছিল। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সেই কঠিন কাজটিকে করে দেখিয়েছিলেন। যার সুফল আমরা পাচ্ছি।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমায় জেমো গ্রামে ২০ আগস্ট, ১৮৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। মাতা চন্দ্রকামিনী দেবী। পিতা গোবিন্দসুন্দর। ছোটবেলা থেকেই বাড়িতে সাহিত্য সংস্কৃতি পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছিলেন। বঙ্গদর্শনের একান্ত পাঠক ছিলেন। প্রথম থেকেই বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন সমন্বিত চর্চা ছিল। ১৮৮১ সালে এন্ট্রাস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি পান। এতে বিদ্যালসাগর উচ্ছ্বসিত ও আনন্দিত হয়েছিলেন। ১৮৮৬ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিএ পরীক্ষায় বিজ্ঞানে অনার্স সহ প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৮৮৭ সালে এমএ পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাস্ত্রে স্বর্ণ পদক ও পুরস্কার সহ প্রথম স্থান পান। পরের বছর পদার্থ ও রসায়ন শাস্ত্রে প্রেমচাঁদ ও রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। পরবর্তী দু-বছর বিনা বেতনে প্রেসিডেন্সি কলেজে ল্যাববেটরিতে বিদ্যাচর্চা করেন। ১৮৯২ সালে বিপন (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ) কলেজে পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রে অধ্যাপক ও শেষে স্থায়ী অধ্যক্ষ হন (১৯০৩-১৯১৯)।

বাংলা ভাষায় উচ্চমানের বিজ্ঞান বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার প্রতিক রামেন্দ্রসুন্দরের অনুরাগ ও চর্চা ছিল। ‘নবজীবন’ পত্রিকায় তাঁর ‘মহাশক্তি’ নামে প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে সাহিত্যচর্চা শুরু হয়। ‘নবজীবনের’ সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার সরকার। বঙ্গিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নবীনচন্দ্র দত্ত, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন অনেক গুণী এই পত্রিকায় লিখতেন। নবজীবন পত্রিকায় রামেন্দ্রসুন্দরের ‘বিবর্তন’ ‘মহাতরঙ্গ’, ‘জড়জগতের বিকাশ’, ‘সৃষ্টিতত্ত্ব’ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। ধারাবাহিক ভাবে ‘সাধনা’ পত্রিকায় লিখেছেন। বিজ্ঞান ও দর্শন নিয়ে সেদিনের বিখ্যাত পত্রপত্রিকা ভারতীষ প্রদীপ,

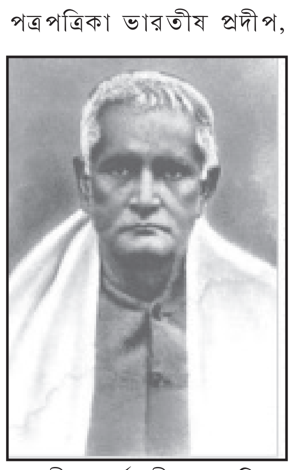

মানসী, মর্ম্মবাণী ও সাহিত্য পরিষদ, পত্রিকায় রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছেন। ১৩২০ সালে ‘কর্মকথা’, ‘চরিত্রকথা’ ১৩২৪ এ ‘শব্দকথা’ প্রকাশিত হয়। ‘বিচিত্রজগৎ’, ‘জগৎকথা’, মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। ১৩২০বঙ্গাব্দে বিজ্ঞানসভার সভাপতির ভাষণে রামেন্দ্রসুন্দর ব্যলছেন, ‘বাংলা সাহিত্যের বিজ্ঞান বিভাগের দারিদ্র মোচন আপনারা করিতে পারেন। ইহা আপনাদের কর্তব্য মধ্যে গণ্য করিয়া পাওয়া উচিত। পারিভাষিক শব্দের অবাব এই বিষয়ে অন্তরায় বলিয়া আমরা বিশ্বাস নাই। যিনি শ্রদ্ধার সহিত মাতৃভাষার সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, তাহার মনের ভাব আপনার হইতে শবৃরূপ লেখনীরূপে আবির্ভূত হইবে। সর্বদেশে সর্বজাতির মধ্যে এই ব্যবস্থা পরিভাষা সংকলনের অপেক্ষা কোন দেশেই বৈজ্ঞানিক সাহিত্য নিশ্চল ভাবে বসিয়া থাকে নাই'....।

রামেন্দ্রসুন্দরের ‘প্রকৃতি’ সর্বপ্রথম প্রকাশিত বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রবন্ধগ্রন্থ। ১৩০৩ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশের পূর্বে এর অন্তর্গত রচনাগুলি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ‘প্রকৃতি’ গ্রন্থের ‘জ্ঞানের সীমানা’ দীর্ঘ প্রবন্ধ। মহাজাগতিক রহস্য থেকে মানবমনোবিজ্ঞান পর্যন্ত দীর্ঘ প্রসারিত আলোচনায় রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়েছেন। নক্ষত্রজগৎ থেকে সৌরমণ্ডল, আলোকের গতিবেগ নিয়ে সহজবোধ্য সাবলিল গদ্যে তিনি আলোচনা করেছেন। শেষে তিনি জীবজগৎ নিয়ে আলোচনা করেছেন, লিখেছেন জীবনের ক্রম নিয়ে সুবিস্তরী মতাদর্শ। বৃক্ষ থেকে শাখা, পত্র, বীজের বিকাশ-উদ্ভিদবিদ্যা সম্বন্ধে প্রাথমিক সহজবোধ্য চিন্তন। এরপরে সমাজ ও মনোবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনায় প্রবেশ করেছেন। সেখানে ধর্মনীতি কীভাবে সমাজবিদ্যাকে প্রভাবিত করে, মানবমনের বিচিত্র গতিপথ যে প্রকৃত বিজ্ঞান এ নিয়ে সুচিন্তিত মতামত জ্ঞাপন করেছেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের দ্বিতীয় গ্রন্থ ‘জিজ্ঞাসা’ ১৩১০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি বিদ্বজনসমাজের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ‘জজ্ঞাসার প্রবন্ধগুলি পড়িলে মনে হয় তিনি প্রকৃতির বিজ্ঞান হইতে সারসংগ্রহে আনন্দ পাইতেন। তিনি যখন এই প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছিলেন, তখন এই সকল বিষয়ই বৈজ্ঞানিকদের চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। ‘জিজ্ঞাসা’ গ্রন্থে সত্য, অতিপ্রাকৃত প্রথম প্রস্তাব, অথিপ্রাকৃত প্রথম প্রস্তাব, অতিপ্রাকৃত দ্বিতীয় প্রস্তাব, আত্মর অবিনাশিতা, অমঙ্গলের উৎপত্তি প্রভৃতি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছিল। ‘প্রত্যেক মনুষ্য আপনার জীবনসংগ্রামে সুবিধার জন্য আপনার জগৎকে যথাসাধ্য আপন শক্তি অনুসারে নিয়মবন্ধ সংযত শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া গড়িয়া লইয়াছিল। আত্মা বিনাশী, কি অবিনাশী এই প্রশ্ন একেবারে অর্থশূন্য। যে প্রশ্নের অর্থ নাই, তাহার উত্তর দানের চেষ্টা মূঢ়তা।’

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত হয়েও মাতৃভাষা বাংলা ভাষায় সাধনা করেছে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' সম্বন্ধে তাঁর কৌতুহল ছিল অসম্ভব এবং এ বিষয়ে তিনি তাঁর মৌলিক কল্পনা ও ভাবনার প্রয়োগ ঘটনা, রসায়নের ছাত্র হিসাবে ও পরবর্তীকালে অধ্যাপক হিসাবে নানা পদার্থের ইংরেজি নাম নিয়ে যে সমস্যা হয় তার বঙ্গীয়করণ কররার জন্য রামেন্দ্রসুন্দর সংস্কৃত সাহিত্যের সহায়তা নেন। তৎকালে পাওয়া গিয়েছিল এমন ৭০টি মূল পদার্থের সংস্কৃতমূলক দেশীয় নাম তিনি সংগ্রহ করেন। ১৩০২ বঙ্গাব্দে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৪০ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধে রসায়নশাস্ত্রের প্রত্যেক মূল পদার্থের ইংরেজি নামের ইতিহাস সংকলন ও সংস্কৃত নাম সংগ্রহ করেন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ডিব্রুগড় ও নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব

মালিগাঁও, ১৪ অক্টোবর, ২০২৪: ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পরিষেবার উন্নয়ন ও পরিচালনামূলক দক্ষতার ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (এনএফআর)অন্তর্গত ডিব্রুগড় এবং নিউ বঙাইগাঁও রোলিং স্টক ওয়ার্কশপ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে। পরিবহণ ব্যবস্থায় উৎকৃষ্ট পরিচালনামূলক দক্ষতা উপলব্ধ করানোর জন্য আপগ্রেডেড ট্রেন কোচ ও পণ্যবাহী ওয়াগন উপলব্ধতার যে প্রতিশ্রুতি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে তা এই কৃতিত্বের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের মধ্যে রয়েছে ট্রেন এয়ার হোস পাইপের দ্বারা ১৩টি কোচের মোডিফিকেশন। এই অর্থবর্ষে এখনও পর্যন্ত মোট মোডিফাইড কোচের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৯টি। এই ওয়ার্কশপটি এয়ার সাসপেনশনের জন্য পাইপিং ব্যবস্থার একটি সেট সম্পূর্ণ করেছে এবং ১৫টি কোচের ফিবা মোডিফিকেশনও সম্পূর্ণ করে তুলেছে, চলতি অর্থবর্ষের এখনও পর্যন্ত যার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মোট ৫৮টি।

আপগ্রেডেড ফ্লেক্সিবেল হোস সহ এয়ার ব্রেক পাইপ ও ফিটিংসের মোডিফিকেশনও ২১টি কোচে বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যার সংখ্যা এখনও পর্যন্ত মোট ৮৫টি হয়েছে। অতিরিক্তভাবে চারটি এলএইচবি এসি কোচে ফায়ার ডিটেকশন সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে, এই অর্থবর্ষে যার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এখনও পর্যন্ত ৩৭টি। সতর্কতামূলক সচেতনতা কর্মসূচিতে রেকর্ড সংখ্যক ২৫৫জন সুপারভাইজর অংশগ্রহণ করেছেন, অন্যদিকে, সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) প্রদর্শনীতে বর্জ্য সামগ্রী থেকে তৈরি করা বিভিন্ন সামগ্রীর উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

"স্বচ্ছতা হি সেবা" প্রচার অভিযানের অধীনে প্লাস্টিক দূষণ সম্পর্কে সচেতনতা ও বিভিন্ন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচিও চালানো হয়েছে।

কোচিং কার্যকলাপের ক্ষেত্রে ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ ৫৮টি কোচকে (এলএইচবি ও আইসিএফ সহ) পরিসেবা যোগ্য করে তুলেছে, যা রেলওয়ে বোর্ডের লক্ষ্যমাত্রাকে অতিক্রম করেছে এবং ৩১টি আইসিএফ ও ৩৫টি এলএইচবি কোচ সেট সরবরাহ করেছে। হুইল শপে, ৫৪০টি হুইল সেট মেরামতি করা হয়েছে, যা পরিচালনা-রক্ষণাবেক্ষণ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এমনকি, এই অর্থবর্ষে এখনও পর্যন্ত ১৪টি এনএমজিএইচএস কোচ মেরামতি করা হয়েছে, যার মধ্যে একটি আইসিএফ কোচ থেকে এনএমজিএইচএস কোচের রূপান্তরও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপটিও মাইলস্টোন অর্জনে সাফল্য প্রদর্শন করেছে, যার মধ্যে প্রথমবারের জন্য ফ্রিজ ভ্যানের রক্ষণাবেক্ষণ এবং একটি নতুন নীল রঙের স্কিমে ১৬০০ এইচপি ডেমু রেককে সাফল্যের সাথে তৈরি করাটা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা পর্যায়ক্রমিক রক্ষণাবেক্ষণের সময়কে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করবে। ওয়ার্কশপটি যাত্রীদের অভিযোগের মোকাবিলা করার জন্য প্রেসারাইজড ফ্লাশিং সিস্টেমের জন্য একটি ইন-হাউস টেস্ট বেঞ্চের ডিজাইন ও বিকশিত করেছে। পিরিডওডিক ওভারহোল (পিওএইচ)-এর পর মোট ৬০টি কোচ মেরামতি করা হয়েছিল এবং ১৪৪টি ওয়াগনকে টুইন-পাইপ এয়ার ব্রেক সিস্টেম দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছিল। হুইল শপটি ডিভিশনগুলিতে ১১৭টি হুইল সেট সরবরাহ করেছে এবং ডিসপ্যাচের জন্য অতিরিক্ত সেট প্রস্তুত করে তুলেছে।

নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপটিও সমস্ত ধরনের কোচ ও ওয়াগনের ক্ষেত্রে রেলওয়ে বোর্ড মোডিফিকেশনের ১০০ শতাংশ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করেছে এবং পাঁচটি জরাজীর্ণ ওয়াগন সহ প্রায় ৩৮০ ম্যাট্রিকটন লৌহ ও ৬৬ ম্যাট্রিকটন অলৌহ বর্জ্য জমা করে বর্জ্য নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

যেহেতু ট্রেন পরিচালনার ক্ষেত্রে সুরক্ষা হলো একটি সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য, তাই এই উভয় ওয়ার্কশপ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের হয়ে উৎকৃষ্টতা, সুরক্ষা ও উন্নত পরিচালনার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নিরাপদ ট্রেন চলাচলের জন্য এবং যাত্রীদের মসৃণ যাত্রার অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য কোচ ও ওয়াগনের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ সহ একাধিক পদক্ষেপ এই জোনটি গ্রহণ করেছে।

ভারতের পরিকাঠামো রূপান্তরের তিন বছর পূর্ণ করেছে পিএম গতিশক্তি জাতীয় মাস্টার প্ল্যান

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর ২০২৪: বহুমুখী সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি করার জন্য গত ১৩ অক্টোবর ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী যে পিএম গতিশক্তি জাতীয় মহাপরিকল্পনা (এনএমপি)র সূচনা করেছিলেন, দেশের পরিকাঠামো চিত্রের রূপান্তরের ক্ষেত্রে তা আজ উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করে তিন বছর পূর্ণ করেছে।

এই উপলক্ষে, পিএম গতিশক্তি ভারত কীভাবে পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করে একটি দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন এনেছে তা তুলে ধরেছেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রী পীযূষ গোয়েল। তিনি বলেন, একাধিক মন্ত্রক ও রাজ্যগুলির মধ্য তথ্য সমন্বয়ের মাধ্যমে আমরা গড়ে তুলেছি আরও দক্ষ, স্বচ্ছ এবং ফলাফল-চালিত একটি ব্যবস্থা। এর ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে দ্রুততার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন, কম সরবরাহ ব্যয় এবং দেশের প্রতিটি কোণে উন্নত পরিষেবা পৌঁছানোর মধ্যে।

ডিপিআইআইটি" র সচিব শ্রী অমরদীপ সিং ভাটিয়ার মতে, পিএম গতিশক্তি ৩ বছর আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক রূপান্তরমূলক পদ্ধতি হিসাবে চালু করা হয়েছিল, যা ভূ-স্থানিক প্রযুক্তি এবং সম্পূর্ণ সরকারি পদ্ধতির উপকারের জন্য পরিকাঠামো পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। গত তিন বছরে, ৪৪ টিরও বেশি কেন্দ্রীয় মন্ত্রক এবং ৩৬ টি রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে, তাদের ডেটা স্তরগুলিকে একীভূত করা হয়েছে এবং নিজস্ব ভূ-স্থানিক পরিকল্পনাগুলিকে পোর্টাল তাদেরকে সরবরাহ করা হয়েছে। মন্ত্রক/বিভাগ এবং রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সাথে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে পিএম গতিশক্তি সফলভাবে নিরবচ্ছিন্ন, বহুমুখী সংযোগ এবং ত্বরান্বিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ভিত্তি স্থাপন করেছে। ভারত কিভাবে বৃহদাকারের পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করে তা নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেছে এই পিএম গতিশক্তি। ৪৪টি কেন্দ্রীয় মন্ত্রক এবং ৩৬টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত ভূ-স্থানিক তথ্যকে কাজে লাগিয়ে এই মঞ্চ আন্তঃমন্ত্রক সমন্বয় এবং প্রকল্প রূপায়ণকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করেছে।

মূল সাফল্য সমূহ :

একক প্ল্যাটফর্মে সমস্ত সরকারকে এক মঞ্চে নিয়ে আসা : পিএম গতিশক্তি ৪৪টি কেন্দ্রীয় মন্ত্রক এবং ৩৬টি রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে ১৬০০ টিরও বেশি ডেটা স্তর সহ একীভূত করেছে, পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে পরিণত হয়েছে। আজ অবধি, নেটওয়ার্কিং প্ল্যানিং গ্রুপ (এনপিজি) কর্তৃক ২০০টিরও বেশি বড় পরিকাঠামো প্রকল্পগুলি যেমন বহুমুখী পরিকাঠামোর সুসংহত পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নোডগুলির সাথে শেষ মাইল সংযোগ, আন্তঃমোডাল সংযোগ, লজিস্টিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রকল্পগুলির সমন্বিত বাস্তবায়ন পিএম গতিশক্তির নীতিগুলির দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

সামাজিক ক্ষেত্রের প্রভাব: সামাজিক ক্ষেত্র মন্ত্রকগুলিতে পিএম গতিশক্তির ব্যবহার বাড়ানো, সামাজিক শূণ্যতাগুলি (স্কুল, হাসপাতাল, অঙ্গনওয়াড়ি) ব্যবহার করে চিহ্নিত করা এবং ডেটা ক্যাপচারের জন্য অ্যাপ্লিকেশন এবং পরিকল্পনা সরঞ্জামগুলির উন্নয়নের প্রতি মনোনিবেশ করা হচ্ছে। এর ফলে, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিক্ষা, ডাক পরিষেবা এবং আদিবাসী উন্নয়নের মতো অপরিহার্য ক্ষেত্রে আরও ভাল পরিকাঠামো পরিকল্পনা করা সম্ভব হয়েছে, যা নিশ্চিত করেছে যে প্রত্যন্ত ও নিম্নবিত্ত অঞ্চলগুলিও ভারতের পরিকাঠামো বিকাশের গল্পের অংশ হয়ে উঠেছে।

পিএম গতিশক্তি রাজ্য মাস্টার প্ল্যান (এসএমপি): ৩৬ টি রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলই পিএম গতিশক্তি রাজ্য মাস্টার প্ল্যান (এসএমপি) পোর্টাল তৈরি করেছে, যা পরিকাঠামোগত সম্পদকে সিঙ্ক্রোনাইজ করতে এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন বাড়ানোর জন্য পিএম গতিশক্তি জাতীয় মাস্টার প্ল্যান প্ল্যাটফর্মের সাথে একত্রিত হয়েছে। এই ঐক্যবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি রাজ্যগুলিকে পরিকাঠামো উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে তাদের মূলধন বিনিয়োগ সহজতর করতে সহায়তা করেছে। পিএম গতিশক্তি পোর্টালে রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি ৫৩৩টিরও বেশি প্রকল্প ম্যাপ করেছে।

পিএম গতিশক্তির ডেটা-চালিত পদ্ধতি জিআইএস-ভিত্তিক সরঞ্জাম এবং একটি রিয়েল-টাইম মনিটরিং সিস্টেম দ্বারা চালিত যা দ্রুত এবং আরও অবহিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম করে। এই প্ল্যাটফর্মটি নিশ্চিত করে যে প্রকল্পগুলি জাতীয় অগ্রাধিকারের সাথে একত্রিত হয়েছে এবং বিলম্ব এবং ব্যয় বৃদ্ধি হ্রাস করে সময়মতো সম্পন্ন হচ্ছে। এই একীকরণ ২০৭০ সালের মধ্যে ভারতের নেট জিরো প্রতিশ্রুতি পূরণের মূল চাবিকাঠি, কারণ প্ল্যাটফর্মটি সবুজ পরিকাঠামো এবং সুস্থায়ী লজিস্টিক সমাধানের ব্যবহারকে প্রচার করে।

জেলাগুলিতে পিএমজিএস সম্প্রসারণ: ভারত এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে পিএম গতিশক্তি ক্রমাগত বিকশিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে যে শিল্প করিডোর এবং মেগা বিনিয়োগ অঞ্চলের মাধ্যমে বহুমুখী পরিকাঠামো সম্প্রসারণ, স্মার্ট সিটির বিকাশ এবং দেশের শিল্প ক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পিএম গতিশক্তি জাতীয় মাস্টার প্ল্যানের দৃষ্টিভঙ্গি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রক/বিভাগগুলির পাশাপাশি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির উল্লেখযোগ্য ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে, রাজ্য / জেলা কর্তৃপক্ষের কর্তৃক জেলা পর্যায়ে সহযোগিতামূলক পরিকল্পনার জন্য বিআইএসএজি-এন (ভাস্করাচার্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর স্পেস অ্যাপ্লিকেশনস অ্যান্ড জিও ইনফরম্যাটিক্স) এর প্রযুক্তিগত সহায়তায় একটি পিএম গতিশক্তি জেলা মাস্টার প্ল্যান (পিএমজিএস ডিএমপি) পোর্টাল তৈরি করা হচ্ছে। এনএমপি প্ল্যাটফর্মের ক্রস-সেক্টরাল সহযোগিতা এবং এআই এবং আইওটির মতো উদীয়মান প্রযুক্তির উপর জোর দেওয়া পরিকাঠামো ব্যবস্থাপনা এবং পরিকল্পনায় আরও বিপ্লব ঘটাবে। ভারত যখন পিএম গতি শক্তির তিন বছর উদযাপন করছে, তখন এই উদ্যোগটি একটি আধুনিক, আন্তঃসংযুক্ত পরিকাঠামো নেটওয়ার্ক তৈরির প্রতিশ্রুতি পূরণ করে চলেছে যা ভারতের আত্মনির্ভর ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির মূল চাবিকাঠি।

NIT NO: e-PT-13/W/EE/ RD-DIV/JRN/2024-25 Dt. 08/10/2024.

The Executive Engineer, RD Jirania Division, RD Department, Jirania, West Tripura invites percentage/ rate e-tender (two bid) in Tripura PWD Form No.7 from eligible bidders upto 3.00 P.M. of 30/10/2024 for O3(THREE) no works. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 9774186723. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-2041/24

Executive Engineer
RD Jirania Division
Jirania, West Tripura

মঙ্গলবার দেশজুড়ে সব মেডিক্যাল কলেজে ১২ ঘন্টার প্রতীকী অনশনের ডাক

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): মঙ্গলবারদেশজুড়ে সব মেডিক্যাল কলেজে ১২ ঘণ্টার প্রতীকী অনশনের ডাক দেওয়া হয়েছে। এর আহ্বায়ক ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের (আইএমএ) হেডকোয়ার্টার জুনিয়র ডক্টর্স নেটওয়ার্ক।

সকাল ৬টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত প্রতীকী অনশনের কথা বলা হয়েছে। আর জি কর-কাণ্ডে জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়াতে এই কর্মসূচি।

এদিকে, সোমবার সকাল থেকে বুধবার সকাল ৬টা পর্যন্ত একাধিক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের ৪৮ ঘণ্টা প্রতীকী কর্মবিরতি শুরু হয়েছে। শুধুমাত্র জরুরি পরিষেবা ছাড়া সব পরিষেবা বন্ধ থাকছে বলে চিকিৎসকদের তরফে জানানো হয়েছে। অ্যাপোলো, মণিপাল, মেডিকা, আর এন টেগোর, ফর্টিস, পিয়ারলেসের পর আংশিক কর্মবিরতি হয় উডল্যান্ডস, সিএমআরআই, বিএম বিড়লা, কোঠারি এবং বেহালার নারায়ণ মেমোরিয়াল হাসপাতালে। আংশিক কর্মবিরতি চলে সল্টলেকের মনিপাল হাসপাতাল, পিয়ারলেস হাসপাতালেও।

কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হোমগার্ড হাইকোর্টের শরনাপন্ন

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): আর জি কর হাসপাতালের ঘটনায় কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া এক হোমগার্ড হাইকোর্টের শরনাপন্ন হলেন। তাঁর , আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না-দিয়েই তাঁকে বসিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আর জি করের ঘটনা নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট করেছিলেন ব্যারাকপুর কমিশনারেটের হোমগার্ড কাশীনাথ পাণ্ডে। তারপরই তাঁকে ডিউটি থেকে 'ক্লোজ' করা হয় বলে দাবি তাঁর । এবং তাঁকে ডিউটি থেকে বসিয়ে রাখা হয়। সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি।

মামলা দায়রের আবেদন জানিয়ে বিচারপতি পার্থসারথি সেনের দৃষ্টি আকর্ষণ তিনি। বিচারপতি মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন। এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা ১৮ অক্টোবর।

দেশের নবীন প্রজন্মকে মাদকের অভিশাপ থেকে রক্ষা করে এক মাদকমুক্ত ভারত গড়ে তুলতে নরেন্দ্র মোদী সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার দেশের নবীন প্রজন্মকে মাদকের অভিশাপ থেকে রক্ষা করে মাদকমুক্ত ভারত গড়ে তুলতে অঙ্গীকারবদ্ধ। একথা বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ একটি পোস্টে অমিত শাহ বলেছেন, মাদক ও নারকো ব্যবসার বিরুদ্ধে অভিযান কোনও ঢিলেমি ছাড়াই চলবে। শ্রী শাহ গুজরাট পুলিশের সহযোগিতায় ৫ হাজার কোটি টাকার কোকেন উদ্ধার-সহ একাধিক অভিযানে ১৩ হাজার কোটি টাকার মাদক উদ্ধারের জন্য দিল্লি পুলিশকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

মাদক ব্যবসার বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক অভিযানের অংশ হিসাবে, দিল্লি পুলিশ এবং গুজরাট পুলিশের বিশেষ সেল ১৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে গুজরাটের আঙ্কলেশ্বরে একটি সংস্থায় অভিযান চালিয়ে ৫১৮ কেজি কোকেন উদ্ধার করে। আন্তর্জাতিক বাজারে এর মূল্য প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা। এর আগে, ২০২৪ সালের ১ অক্টোবর দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল মহিপালপুরের একটি গুদামে অভিযান চালিয়ে ৫৬২ কেজি কোকেন এবং ৪০ কেজি হাইড্রোপনিক গাঁজার একটি চালান বাজেয়াপ্ত করেছিল। তদন্ত চলাকালে ২০২৪ সালের ১০ অক্টোবর দিল্লির রমেশ নগরের একটি দোকান থেকে প্রায় ২০৮ কেজি অতিরিক্ত কোকেন উদ্ধার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে, উদ্ধারকৃত মাদক গুজরাটের আঙ্কলেশ্বর থেকে এসেছিল। এখনও পর্যন্ত মোট ১,২৮৯ কেজি কোকেন এবং ৪০ কেজি হাইড্রোপনিক থাইল্যান্ড গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে, যার মূল্য ১৩,০০০ কোটি টাকা।

প্রতিমা নিরঞ্জনে কাছাকাছি দুই বাংলা, ঢাকঢোল, কাঁসর, শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত করিমগঞ্জের সীমান্ত নদী কুশিয়ারার এপার-ওপার

করিমগঞ্জ (অসম), ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : করিমগঞ্জে উমার বিদায়বেলায় কাছাকাছি দুই বাংলার হৃদয়। ঢাকঢোল, কাঁসর, করতাল, মন্দিরা, বাঁশি, উলু ও শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত সীমান্ত নদী কুশিয়ারার এপার-ওপার। প্রতি বছর ভারত-বাংলাদেশ, দুই দেশেরই প্রতিমা নিরঞ্জন হয় কুশিয়ারায়। এপারে করিমগঞ্জ শহর এবং ওপারে বাংলাদেশের জকিগঞ্জ। আর এই দৃশ্যের সাক্ষী হতে ভিড় করেন অসংখ্য দর্শনার্থীরা। ব্যতিক্রম হয়নি এ বছরও।

দুর্গোৎসব নির্বিঘ্নে ও শান্তিতে সম্পন্ন হয়েছে প্রান্তিক জেলা করিমগঞ্জে। দুঃখ-কষ্ট সহ শত অভাব-অভিযোগ এক পাশে রেখে আনন্দময়ীর মর্ত্যে আগমন উপলক্ষ্যে আনন্দে মেতে ওঠেন উৎসবপ্রেমী প্রতিটি বাঙালি হিন্দু। বাঁধভাঙা আনন্দ ও উচ্ছ্বাসে মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন সমগ্র জেলার উৎসবপ্রেমী হিন্দু। ষষ্ঠী থেকে নবমী, জেলা সদরের বিগ বাজেটের পূজা দেখতে গ্রামাঞ্চলের জনগণের ঢল নামে শহরে। তবে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। ধর্মপ্রাণ বাঙালি হিন্দুরা গ্রাম থেকে শহর, সর্বত্র বৃষ্টির ভ্রূকুটি উপেক্ষা করেও আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন। দশমীর দিন জেলার প্রতিটি পুজো মণ্ডপে মহিলাদের সিঁদুর খেলার মাধ্যমে জেলার সবর্তই প্রতিমা নিরঞ্জন পর্ব শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি।

করিমগঞ্জ জেলার মফসসল থেকে গামাঞ্চলের প্রতিটি সর্বজনীন তথা বারোয়ারি পূজার প্রতিমা নিরঞ্জন পর্বও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। শহরের বিগ বাজেটের পূজা কমিটিগুলো তাঁদের পূজিতা প্রতিমা নিরঞ্জন প্রথম দিন করেনি। প্রতিমা নিরঞ্জন পর্বে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলার প্রতিটি বিসর্জনঘাটে দুর্য়োগ মোকাবিলা বাহিনী, অগ্নিনির্বাপক বাহিনী ও স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে জড়িত সব ধরনের জরুরিকালীন পরিষেবা প্রস্তুত রেখেছিল।

এদিকে করিমগঞ্জের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কুশিয়ারা নদীতে এপারের বিসর্জনঘাটে এবং ওপারের জকিগঞ্জ এলাকার বিসর্জনঘাটে একসাথে প্রতিমা নিরঞ্জন পর্ব সম্পন্ন হয়েছে। এতে এপার-ওপার মিলে একাকার হয়ে গেছে। দুই দেশের সীমান্ত রেখা কুশিয়ারা নদীর উভয় তীরে দেবী দুর্গার প্রতিমা নিরঞ্জন পর্ব এক উন্মাদনার সৃষ্টি করে। প্রতি বছরই উভয় দেশের বাঙালি হিন্দুরা বিজয়া দশমীর দিন এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে থাকেন। বাদ যায়নি এবারও।

করিমগঞ্জের বিসর্জনঘাটে পুরসভার পক্ষ থেকে প্রতিমা নিরঞ্জনের মুহূর্তকে আরও আকর্ষণীয় ও বর্ণময় করে তুলতে পর্যাপ্ত আলো সহ বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিজয়া দশমীর পুণ্যলগ্নে কালীবাড়ি রোডের বিসর্জনঘাটে সকলের উপস্থিতি এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করেছিলেন পুরপতি রবীন্দ্রচন্দ্র দেব। প্রতিমা নিরঞ্জনে ছিলেন করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থও।

শিলিগুড়িতে দুর্গা পূজা কার্নিভাল ঘিরে আলোকিত শহর

শিলিগুড়ি, ১৪ অক্টোবর (হি. স.) : সোমবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়ি শহরে দুর্গা পূজা কার্নিভালের আয়োজন করা হয়। এবার কার্নিভালে জায়গা পেয়েছে ১৪টি পূজা কমিটি। এটি জেলা প্রশাসন এবং শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছে। এদিন সন্ধ্যা নামলেই আলোকিত হয়ে ওঠে শহরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিলকার্ট রোড। কার্নিভালকে সামনে রেখে এই সড়কটি সাজানো হয়েছে রঙিন আলোয়। একই সঙ্গে প্রধান কার্নিভাল ভেন্যু এয়ারভিউ মোড়কে সাজানো হয়েছিল কনের মতো। সড়কের সর্বত্র খোদাই করা হয়েছে একাধিক আলপনা। সেই সাথে উপরে বিভিন্ন ধরনের ঝাড়বাতি ঝুলানো হতো। এর পাশাপাশি সড়কের রেলিং থেকে শুরু করে দুই পাশের ভবনের দেওয়াল এবং সড়কের ওপর স্থাপিত ক্যাম্পগুলোতে ব্যানার, পোস্টার ইত্যাদি প্রদর্শন করা হয়। হাশমি চক থেকে এয়ারভিউ মোড় পর্যন্ত পুরো হিলকার্ট রোডের বিভিন্ন স্থানে অনেক প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এই ক্যাম্পের মাধ্যমে এবং এয়ার ভিউ মোড়ে মূল মঞ্চে শিল্পীরা বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। এই সময়ে দুর্গাপূজার প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রায় পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির মূর্তি উপস্থাপনের প্রক্রিয়াও চলতে থাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করেন। একই সময়ে, যে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি মোকাবেলা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য বিপুল সংখ্যক পুলিশ প্রতিটি মোড়ে প্রস্তুত ছিল। ইতিমধ্যে, ডিসিপি বিশ্ব চন্দ্র ঠাকুর বিনাস মোড থেকে এয়ারভিউ পর্যন্ত পরিদর্শন করেছেন। এ সময় তিনি সব দিক খতিয়ে দেখেন। এদিন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি. সুধাকর, পৌর কর্পোরেশনের কাউন্সিলররা এবং মেয়র পরিষদ কার্নিভালে অংশ নেন।

PRESS NOTICE INVITING e- 10/EE/KD/2024-25
TENDER NO: Date: 08-10-2024

SL NO	NAME OF THE WORK/ DNIT NO	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	COST OF BID FEE	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOAD AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING
1	89/CE/PWD(R&B)/SE(P&DU)/2023-24	₹ 2,76,13,674.65	₹ 5,52,273.00	360 (Three hundred sixty) days	₹ 8,000.00	Up to 3.00 P.M. on 07-11-2024	At 4.00 P.M. on 07-11-2024	https://tripuratenders.gov.in

Details can be seen in the office of the Executive Engineer, Kumarghat Division, PWD(R&B), Kumarghat, Unakoti Tripura or through website https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-2036/24

PWD(R&B), Kumarghat Division
Kumarghat, Unakoti Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. 'EE-IED/PWD/AGT/44/2024-25 dated: 09/10/2024

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala: Tripura* on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/ enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class for internal electrification works registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Gov't Organization of other State & Central having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura for the following work:-

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIT NO.EE-IED/AGT/94/2024-25	₹ 1,50,553.00	₹ 3,011.00	30 (thirty) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 23/10/2024 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 23/10/2024, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-2032/24

Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala, West Tripura
Contact: 8837256802

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

দীর্ঘ ক্ষণ ল্যাপটপে কাজ করার পর ঘাড় ঘোরাতে পারছেন না

ঘাড় ঘুরিয়ে পাশে বসা সহকর্মীর দিকে তাকাতে পারছেন না। তাঁর দিকে তাকাতে গেলে গোটা শরীরটাকেই এক পাশে ঘুরিয়ে ফেলতে হচ্ছে। একটু বেকায়দা হলেই ঘাড়ে ব্যথা করছে। শুয়েও শান্তি নেই। এই ধরনের ব্যথা সাধারণত শোয়ার বা বসার ভঙ্গির দোষে হতে পারে। শরীরচর্চা করার সময়েও ভুল ভঙ্গির কারণে ঘাড় বা কাঁধের পেশিতে চোট লেগে যেতে পারে।

চিকিৎসকেরা বলছেন, এই ধরনের ব্যথা যে সারা ক্ষণ হতে থাকে, তা নয়। তবে ভিতর ভিতর এমন একরকম কষ্ট হয়, যাতে সাধারণ কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটে। ঘাড়ের নমনীয়তা কমে আসতে পারে। ফলে অদ্ভুত ভাবে ঘাড় শক্ত হয়ে যেতে পারে। ঘাড় বা কাঁধের এই ধরনের সমস্যা নিরাময়ে ব্যথা কমানোর ওষুধ খান অনেকেই।

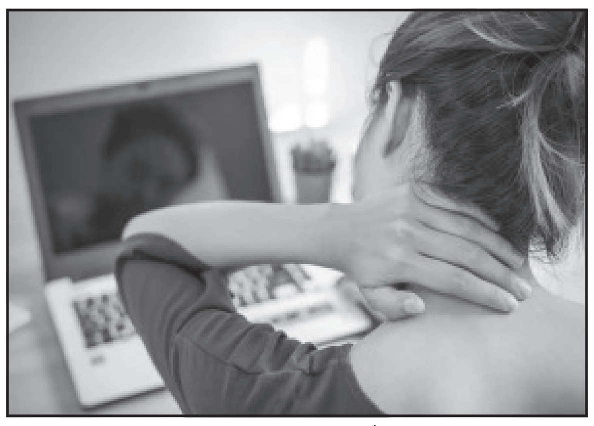

তবে ঘরোয়া কিছু পদ্ধতিতে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব।

১) ঠান্ডা এবং গরম সেঁক

সাধারণত শরীরের কোনও স্থানে রক্ত চলাচল ব্যাহত হলে ব্যথা হয়। ঘাড় বা কাঁধের পেশিতে যে ব্যথা হয়, তা নিরাময়ে গরম সেঁক দেওয়া যেতে পারে। রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক করতে দারুণ কাজ করে গরম সেঁক। কারও কারও ক্ষেত্রে আবার ঠান্ডা বরফের সেঁকও একই রকম কাজ করে।

২) সাধারণ স্ট্রেচিং

হালকা কিছু স্ট্রেচ এই ধরনের ব্যথায় আরাম দিতে পারে। তবে তা অবশ্যই প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে করতে হবে। স্ট্রেচ করার সময়ে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করতে হবে।

৩) নিজেই করুন মাসাজ

ঈষদুষ্ণ তেল নিয়ে হালকা হাতে নিজেই ঘাড়ে মাসাজ করতে পারেন। হাত ঘুরিয়ে কাঁধে বা ঘাড়ে মাসাজ করতে অসুবিধা হলে মাসাজ করার যন্ত্র কিনে নিতে পারেন।

৪) ফিজিয়োথেরাপি

ব্যথার তীব্রতা যদি খুব বেশি হয়, সে ক্ষেত্রে পেশাদার, দক্ষ ফিজিয়োথেরাপিস্টের সাহায্য নিতেই হবে। পেশির ব্যথা নিরাময়ে নির্দিষ্ট কিছু ভঙ্গি রয়েছে, যা ফিজিয়োথেরাপিস্টের সাহায্য ছাড়া করা যায় না।

৫) শরীরচর্চা কম

শরীরে কোনও জায়গায় ব্যথা হলে খুব চাপ দিয়ে শরীরচর্চা বা ব্যায়াম করা উচিত নয়। এমন অভ্যাসে কিন্তু হিতে বিপরীত হতে পারে। প্রথমে ব্যথা কমিয়ে, তার পর ধীরে ধীরে আবার ব্যায়াম শুরু করা যেতে পারে।

চোখ-ঠোঁটের চারপাশের বলিরেখা বাড়ছে?

বয়স বাড়তে থাকলে ত্বকের পেশি শিথিল হয়ে পড়ে। ফলে বলিরেখার পরিমাণ বাড়তে থাকে। সেটাই স্বাভাবিক। তবে কম বয়সিদের মুখেও অনেক সময়ে সূক্ষ্ম ভাঁজ বা বলিরেখা দেখা যায়। ঘরোয়া নানা রকম টোটকাতেও এই বলিরেখা আটকানো যায় না। চিকিৎসকেরা বলছেন, অল্প বয়সে মুখে বলিরেখা পড়ার অন্যতম একটি কারণ হল শোয়ার ভঙ্গি।

দীর্ঘ ক্ষণ এক পাশ ফিরে শোয়ার জন্যই মুখে নানা রকম ভাঁজ পড়ে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাঁজ আরও গভীর হতে থাকে এবং তা স্থায়ী হয়ে যায়। শোয়ার

ভঙ্গি কী ভাবে মুখের আদল বদলে দিতে পারে? অ্যাস্থেটিক সার্জারি জার্নাল রিসার্চ বলছে, ঘুমের সময়ে মানসিক চাপ, ক্রমাগত মুখের পেশির সঙ্কোচন-প্রসারণ বা অঙ্গভঙ্গির ফলে মুখের আকার বা ত্বকে নানা রকম ভাঁজ পড়ে। যে কোনও এক পাশ ফিরে শোয়ার অভ্যাসে এই ধরনের সমস্যা আরও বেড়ে যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, নাকের পাশ থেকে তা ঠোঁটের কোণ পর্যন্ত বিস্তৃত। এক পাশ ফিরে শুলে দেহের অন্যান্য অংশেও একই ভাবে চাপ পড়ে।

শোয়ার ভঙ্গি কী ভাবে মুখে বলিরেখা ফেলতে পারে? বলিরেখার জন্য বয়স, জীবনধারা এবং জিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু কম বয়সে মুখ, ঘাড় কিংবা গলায় সূক্ষ্ম ভাঁজ পড়ার পিছনে শোয়ার ভঙ্গি দোষ অস্বীকার করা যায় না। এই সমস্যা সমাধান করতে সোজা হয়ে পিঠের উপর শুতে বলেন চিকিতকেরা। এক পাশ ফিরে শুলে দেহের পুরো ভার এক দিকে গিয়ে পড়ে। ফলে বলিরেখা পড়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়।

নিজের রান্না করা খাবার দেখে আঁতকে উঠলেন তরুণী, কিন্তু কেন?

নিজের রেস্তরাঁর রান্নার জন্য বাজার থেকে শাকসব্জি, মাছ-মাংস কিনে আনার পর নিজে হাতেই সে সব পরিষ্কার করে নেন বছর তিরিশের সিমোনা বেকার। এ দিনও তাই করেছিলেন। কিন্তু তার পরেও যা ঘটল, নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না সিমোনা। সিডনি শহরে তাঁর নিজের একটি রেস্তরাঁ আছে। সিমোনা রান্নাও করেন নিজের হাতে। তাঁর হাতের পালং পাস্তা খেতে প্রচুর মানুষ ভিড় করেন। এ দিন নিজের হাতেই পাস্তা রেঁধেছিলেন

রেস্তরাঁর হেঁশেলে। কিন্তু সেই পাস্তা পরিবেশন করার আগেই আঁতকে ওঠেন তিনি। পালং শাক, পাস্তা, মশলা, মেয়োনিজ ছাড়াও আরও একটি জিনিস তাঁর চোখে পড়ে। পালং পাস্তার সঙ্গেই রান্না হয়েছে একটি জ্যান্ত ব্যাঙ। সেটা দেখেই মাথা ঘুরতে শুরু করে সিমোনার।

রান্নার পর অবশ্য ব্যাঙটি একেবারে নেতিয়ে পড়েছে। কিন্তু কী ভাবে রান্নায় ব্যাঙটি এল, সেটাই বুঝতে পারছিলেন না সিমোনা। পরে অবশ্য তাঁর মনে হয়, পালং শাকের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল ছোট ব্যাঙটি। পালং শাক ঠিক করে না ধোয়ার কারণেই এই কাণ্ডটি ঘটে। তবে একটা স্বস্তির বিষয় এই যে, খাবারটি কারও পাতে পড়ার আগেই তাঁর চোখে পড়েছে। এই ঘটনার পর একটি ইনস্টাগ্রাম ভিডিয়োয় তিনি পরামর্শ দিয়েছেন, রান্না করার আগে সব সময় কাঁচা শাকসব্জি ভাল করে বহু বার ধুয়ে নেওয়া জরুরি।

ঢোক গিলতে গেলেই গলায় ব্যথা

পুজোর পর থেকেই আবহাওয়া বদলের ইঙ্গিত টের পাওয়া যাচ্ছে। রাতে একটু গরম হলেও ভোরের দিকে কাঁথামুড়ি দিতে হচ্ছে অনেককেই। এই সময়ে সর্দি-কাশি, গলাব্যথার মতো সমস্যা দেখা যাচ্ছে প্রায় সব ঘরেই। ঘুম থেকে উঠে ঢোক গিলতে গেলেই কাঁটার মতো কী যেন গলায় বিঁধছে। বেলা বাড়লেও জল খেতে সমস্যা হচ্ছে।

নুন-গরম জল গিয়ে গার্গল করছেন, তবে সঙ্গে যদি কয়েকটি টোটকা করতে পারেন, কাজ হবে আরও তাড়াতাড়ি।

কোন কোন ঘরোয়া উপাদানে সারবে গলাব্যথা?

১) মধু- গলাব্যথা থেকে মুক্তি পেতে ঘরোয়া ওষুধ হিসেবে দারুণ কার্যকরী মধু। মধুতে রয়েছে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি এবং অ্যান্টি-ব্যাক্টেরিয়াল

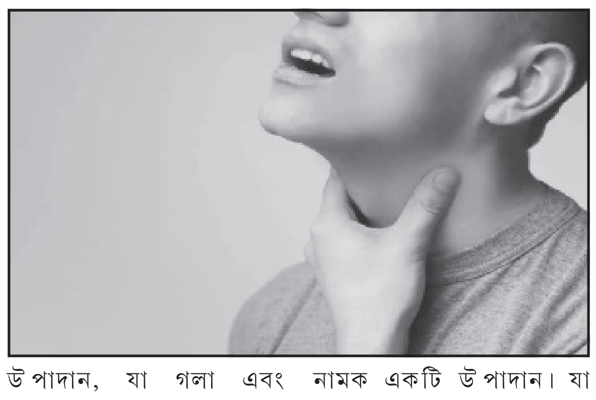

উপাদান, যা গলা এবং শ্বাসনালিতে সমস্যা সৃষ্টিকারী ব্যাক্টেরিয়া ও ভাইরাসকে ধ্বংস করে ফেলতে সক্ষম। সকালে ঈষদুষ্ণ জলে বা ভেষজ চায়ে ২ চা চামচ মধু মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে।

২) রসুন- আবহাওয়া পরিবর্তনের সময়ে গলাব্যথা, সর্দি-কাশি লেগেই থাকে। এই সব সমস্যা থেকে রেহাই পেতে অনেকেই রসুন খেয়ে থাকেন। রসুনের মধ্যে রয়েছে অ্যালিসিন নামক একটি উপাদান। যা সংক্রমণজনিত জ্বর, ফ্লু সারাতেও দারুণ কাজ করে।

৩) দারচিনি- দারচিনিতে রয়েছে আশ্চর্য ভেষজ গুণ। সুগন্ধি এই মশলাটির একাধিক উপকারিতা রয়েছে। সর্দি-কাশি থেকে রেহাই পেতে দারচিনির জুড়ি মেলা ভার। তা ছাড়া গলাব্যথাতেও দুর্দান্ত কাজ দেয় এই মশলা। বিভিন্ন ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করে দারচিনি। রোজকার চায়ে সামান্য দারচিনি মিশিয়ে খেলে অল্প দিনেই উপকার পাবেন।

৪) হলুদ- হলুদের জীবাণুরোধক ক্ষমতা অপরিসীম। টিস্যুর প্রদাহ থেকে রক্ষা করে হলুদ। তাই গলার ব্যথা কমাতে অনেকেই ঘরোয়া উপায়ে হলুদ ব্যবহার করে থাকেন। কী ভাবে খাবেন হলুদ? এক কাপ দুধে সামান্য হলুদ মেশান। তার পর সেই দুধ ফুটিয়ে রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে গরম গরম খান। এই হলুদ মেশানো দুধ যে কোনও সংক্রমণ বা গলাব্যথা কমানোর ক্ষেত্রে খুব কার্যকর।

৫) লবঙ্গ- গলাব্যথা বা কাশি থেকে মুক্তি পেতে লবঙ্গ দারুণ উপকারী। একটি লবঙ্গ নিয়ে তাতে ভাল করে সৈন্ধব লবণ লাগিয়ে মুখে রাখুন। গলাব্যথা, গলা খুসখুস, কাশির সমস্যার ভাল দাওয়াই লবঙ্গ।

কষা মাংস কিংবা রুই কালিয়া কী ভাবে রসুন দিলে স্বাদ বাড়বে

মাছ হোক কিংবা মাংস, রান্নায় স্বাদ আনতে রসুনের ভূমিকা অনবদ্য। বাঙালি বাড়িতে নিরামিষ রান্নার দিন বাদ দিয়ে রসুন ছাড়া খাবার বানানোর কথা ভাবাই যায় না। বিশেষ করে উতব-অনুষ্ঠানে মরসুমে বাড়িময় ম ম করে রসুনের গন্ধ। রান্নার স্বাদ আনা ছাড়াও রসুনের স্বাস্থ্যগুণও কম নয়। রান্নায় রসুন ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যায় তো বটেই, তবে পুষ্টিবিদ এবং চিকিতক উভয়েরই মতে, কাঁচা রসুনও কম স্বাস্থ্যকর নয়।

প্রদাহজনিত সমস্যা দূর করা থেকে শুরু করে পেশির নমনীয়তা রক্ষা, প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতেও রসুনের সত্যিই কোনও বিকল্প নেই। তবে রসুনের স্বাস্থ্যগুণ পুরোপুরি পাওয়া যাবে তখনই, যখন রান্নায় এর ব্যবহার সঠিক পদ্ধতিতে হবে।

রসুন কুচি, রসুন বাটা, আস্ত রসুন বিভিন্ন ভাবে রান্নায় রসুন ব্যবহারের চল আছে। কিন্তু কোন পদ্ধতিটি ভুল সম্প্রতি তা নিজের ইনস্টাগ্রাম ভিডিয়োতে জানিয়েছেন বলিউডের তারকা পুষ্টিবিদ রিধিমা বাত্রা। তিনি জানাচ্ছেন, আস্ত রসুনের কোয়া কখনও সরাসরি রান্নায় দেওয়া ঠিক নয়। সবচেয়ে ভাল হয় যদি রসুন কুচি করে অথবা বেটে দিতে পারেন। তা হলে আসল উপকার মিলবে। তবে রসুন বেটেই সঙ্গে সঙ্গে রান্নায় দেওয়া ঠিক হবে না। রান্না শুরুর অন্তত ১০ মিনিট আগে বেটে রাখুন। এতে রসুনে থাকা স্বাস্থ্যকর উপাদান

অ্যালিসিন সক্রিয় হয়ে ওঠার সুযোগ পাবে। অ্যালিসিন ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করে। কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণেও যথেষ্ট সাহায্য করে এই উপাদান। উচ্চ রক্তচাপের মাত্রা কমাতেও রসুনে থাকা অ্যালিসিন কার্যকরী। রসুন কোয়া রান্নায় দিলে অ্যালিসিনের কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। তার চেয়ে রসুন বেটে দিলে রান্না সুস্বাদুও হয়, আবার এর স্বাস্থ্যগুণও পাওয়া যায়।

কড়া ডায়েট না করেও ঝরাবেন কী ভাবে পেটে মেদ

শরীরচর্চা করে ওজন কমানো সম্ভব হলেও পেটের মেদ ঝরানো কিন্তু বেশ কঠিন। বিশেষ করে বয়স ৪০-এর কোঠা পেরোলে পেটের বাড়তি মেদ কমাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। অত্যধিক পরিমাণে বাইরের খাবার খাওয়া, শরীরচর্চা না করা এমন বিবিধ কারণে পেটের মেদ জমতে পারে। কিন্তু চল্লিশ পেরিয়ে পেটে মেদ জমতে শুরু করলে, তার নেপথ্যে অন্য কারণ থাকতে পারে।

হরমোনের পরিবর্তন, ইস্ট্রোজেনের মাত্রা কমে যাওয়া, মানসিক অবসাদ পেটের স্থূলতার একটা বড় কারণ। এ ছাড়াও এই বয়সে শরীরের অন্দরেও নানা পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সব মিলিয়ে বাড়তি মেদ জমা হতে থাকে উদরে। অনেকেই পেটের মেদ ঝরাতে শরীরচর্চা করেন, জিমে যান। কিন্তু সে সব করেও কোনও লাভ হয় না। পুষ্টিবিদেরা জানাচ্ছেন, কম বয়সে শরীরচর্চা করার ব্যাপারে যে পরিমাণ উতাহ থাকে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা কমতে থাকে। ফলে শরীরচর্চা করলেও বিশেষ কোনও লাভ হয় না। তবে ৪০-এর পর যে পেটের মেদ কমানোর কোনও উপায়ই নেই, তেমনও নয়। কয়েকটি নিয়ম মেনে চললে মেদ ঝরানো সহজ হবে।

সুষম ডায়েট- বয়স ৪০ হয়ে গেলে খাওয়াদাওয়ার দিকে বিশেষ নজর দিতে হয়। কী খাচ্ছেন, তার উপরে

নির্ভর করছে মেদহীন থাকা সম্ভব কি না। তাই মেদহীন থাকতে ফল, সবুজ শাকসব্জি, প্রোটিন বেশি করে খাওয়া জরুরি। তা হলে মেদ জমার ঝুঁকি কম থাকবে।

উদ্বেগমুক্ত থাকুন- অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা, উদ্বেগে পেটে মেদ জমতে পারে। তাই মেদ ঝরাতে যতটা সম্ভব উদ্বেগমুক্ত থাকুন। তাতে মন এবং শরীর, দুই-ই ভাল থাকবে।

পর্যাপ্ত ঘুম- ঘুমের ঘাটতিও পেটে মেদ জমার একটা কারণ। তাই প্রতি দিন পর্যাপ্ত ঘুম জরুরি। ঘুম যত ভাল হবে, পেটে মেদ জমার আশঙ্কাও কমবে।

অল্প বয়সেই পিঠের যন্ত্রণায় কাবু?

অফিসে একটানা দাঁড়িয়ে কিংবা বসে বসে কাজ করে কোমরে ব্যথায় এখন অল্পবয়সিরাও ভুগছেন। সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করেন কেউ কেউ। চিকিতকেরা বলছেন, বয়সজনিত কারণ ছাড়াও এমন নানা কারণে কোমরে ব্যথা হতে পারে। সারা ক্ষণ মোবাইলে মুখ গুঁজে বসে থাকা, ল্যাপটপের সামনে বসে কাজ, মেরুদণ্ডের সমস্যা ইত্যাদি নানা কারণে ৩০-এর আগেই কোমর, পিঠের ব্যথা নিয়ে ঘুরছেন মানুষজন।

তবে ব্যথার ওষুধ বা ইঞ্জেকশন ছাড়াও জীবনধারায় কিছু পরিবর্তন আনলে এই ধরনের ব্যথা নিয়ন্ত্রণে রাখা যেতে পারে। জেনে নিন কী ভাবে যন্ত্রণা থেকে রেহাই মিলবে।

শরীরচর্চা: কোমরের যন্ত্রণা শুরু হলে সেই সময়ে নড়াচড়া করাই মুশকিল হয়। কিন্তু চিকিতকেরা বলছেন, একটু কষ্ট করে যদি সাধারণ কয়েকটি যোগাসন এবং স্ট্রেচ করা যায়, তবে আরাম মিলবে। ব্যথা কমলে সাঁতার বা অ্যারোবিক্সও করা যেতে পারে। তবে এক দিনেই ফল মিলবে, এমনটা আশা করা যায় না। নিয়মিত করলে তবেই উপকার পাওয়া যাবে। ধূমপান: মেরুদণ্ডে কোনও রকম সমস্যা হলে তা থেকে রেহাই পেতে ধূমপায়ীদের অনেকটা সময় লেগে যায়। যাঁরা ধূমপান করেন না, তাঁরা মেরুদণ্ডের বিভিন্ন সমস্যা থেকে তাড়াতাড়ি সেরে ওঠেন। পর্যাপ্ত ঘুম: ঘুমের সঙ্গে শারীরবৃত্তীয় বিভিন্ন কার্যকলাপ জড়িয়ে থাকে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঘুম কম হলে কোমরের ব্যথা কিন্তু বেড়ে যেতে পারে। শরীরের বিভিন্ন পেশি, স্নায়ু সারা

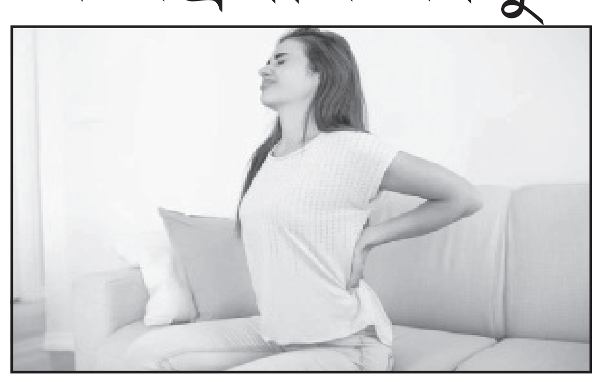

দিন কাজ করার পর এই সময়েই শিথিল হয়ে পড়ে। পরের দিনের জন্য রসদ সংগ্রহ করে ঘুমের মধ্যেই। তাই সুস্থ থাকতে গেলে ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুমোনো জরুরি। দেহের ভঙ্গি বদল: সারা দিন হাড়ভাঙা খাটনির পর বিছানায় পিঠ দেওয়া মাত্রই কী ভাবে শুয়ে আছেন, সে খেয়াল থাকে না অনেকের। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শোয়ার ভুলেও অনেক সময়ে কোমরের উপর চাপ পড়ে। তাই সঠিক ভাবে শোয়ার অভ্যাস করতে হবে। একই ভাবে টেবিল-চেয়ারে বসার সময়েও মেরুদণ্ড সোজা করে বসার চেষ্টা করতে হবে। ওজন কমানো: চেহারা ভারী হলে কোমরে-পিঠের যন্ত্রণা আরও বেড়ে যায়। এই সমস্যা এড়িয়ে চলতে তাই ওজন বাগে রাখা ভীষণ জরুরি। তাই খাওয়াদাওয়ায় রাশ টানা এবং একসঙ্গেই নিয়ম করে শরীরচর্চা করতে হবে।

ধূমপান করে দাঁতে হলদে ছোপ পড়েছে?

ভাজাভুজি কুড়মুড়ে করতেই হোক কিংবা নরম তুলতুলে কেক-মাফিন তৈরি করতে রান্নার কাজে বেকিং সোডার ব্যবহার বহুল। রুপোর জিনিস চকচকে করা থেকে কার্পেট পরিষ্কার, গৃহস্থলির হরেক রকম কাজে বেকিং সোডা ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া, হজমের সমস্যা দূর করতে, গলা ব্যথা থেকে রেহাই পেতেও অনেকে বেকিং সোডার উপর ভরসা রাখেন। তবে ত্বক পরিচর্যা ও রূপচর্চাতেও বেকিং সোডা দারুণ কাজে আসে সেই খবর রাখেন কি? ১) শরীরে ঘন ঘন ঘাম বেরোয়? স্নানের জলে বেকিং সোডা মিশিয়ে নিলেই এই সমস্যা হাত থেকে রেহাই পেতে পারেন। সানবার্নের সমস্যা শুরু হলেও বেকিং সোডা দিয়ে স্নান করলে রেহাই পাবেন। ২) সারা দিন শ্রমের পর ঈষদুষ্ণ জলে বেকিং সোডা মিশিয়ে পা ডুবিয়ে থাকুন। বাড়ি ফিরে মিনিট পাঁচেক এমনটা করতে পারলেই পায়ের স্ক্রাবিংয়ের কাজ হয়ে যাবে। ৩) ধূমপান করে দাঁতে বারোটা বেজেছে? পেস্টের সঙ্গে বেকিং সোডা মিশিয়ে দাঁত মাজতে পারেন। দাঁত চকচকে হবে। ৪) পায়ের দুর্গন্ধ এড়াতেও গরম জলে বেকিং সোডা মিশিয়ে পা ডুবিয়ে রাখতে পারেন। সমস্যা দূর হবে। ৫) অনেক সময়ে নখের জেল্লা হারিয়ে যায়, খসখসে দেখায়। জলে সামান্য বেকিং সোডা মিশিয়ে সেই মিশ্রণটি তুলোয় ভিজিয়ে নখে লাগালে নখের জেল্লা ফিরে আসে।

পাকা চুল তুললে না কি সেখানে আবার পাকা চুলই গজায়?

ছোট থেকে শুনে এসেছেন পাকা চুল তুললে তা আরও বেড়ে যায়। কিন্তু এমন ধারণার পিছনে আদৌ বিজ্ঞানসম্মত কোনও যুক্তি আছে কি? চিকিতকেরা বলছেন, এই ধারণার বাস্তবসম্মত কোনও যুক্তি নেই। তাই বলে মনের আনন্দে পাকা চুল তুলে যাবেন, এমন অভ্যাস মোটেও ভাল নয়। পাকা চুল তুললেই যে পাকা চুলের সংখ্যা বেড়ে যাবে, এমন নয়। তবে চুলের গোড়া যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। চুলের রং কেমন হবে, তা নির্ভর করে মেলানিনের উপর। এই মেলানিন হল চুলের ফলিকলের গোড়ায় থাকা বিশেষ এক ধরনের কোষ, যা রং ধরে রাখতে সাহায্য করে। পাকা চুল তুলে নিলে সেখানে আবার যে নতুন চুলটি গজায়, তার রং সাদা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ, চুলটি ওই পুরনো ফলিকল থেকেই জন্মায়। তাই পাকার জায়গায় কালো চুল গজানোর সম্ভাবনা কম। শুধু তা-ই নয়, পাকা চুল তুলে নেওয়ার পর ওই জায়গায় আবার চুল যে গজাবেই, তার কোনও মানে নেই। ফলে টাক পড়ে যাওয়ার আশঙ্কাও থেকে যেতে পারে। চুলের বৃদ্ধির ধাতও বদলে যেতে পারে।

জেনেভায় ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের ১৪৯ তম সভায় ভারতের সংসদের প্রতিনিধি হিসেবে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা বক্তব্য রাখছেন।

দুর্গাপুরে সম্পত্তির লোভে বাবা মাকে খুন, ধৃত অভিযুক্ত ছেলে-বউমা

দুর্গাপুর, ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : সম্পত্তির লোভে বাবা- মাকে খুন! দশমীর রাতে বাড়ির বাথরুমে বাবা-মার রহস্যজনক মৃতদেহ উদ্ধার। ছেলে বৌমার কান্না শুনে এলাকাবাসীরা ছুটে এসে দেখেন রহস্যজনক ভাবে ঝুলছে বৃদ্ধ দম্পতি। শনিবার রাত ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল দুর্গাপুর কোকওভেন থানার সাগড়ভাঙায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বৃদ্ধ দম্পতির মেয়ের অভিযোগে পুলিশ ছেলে ও বউমাকে গ্রেফতার করে। সোমবার ধৃতদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে, বিচারক তাদের জামিন খারিজ করে ৩ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত বৃদ্ধর নাম নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (৮৬), মৃত বৃদ্ধার নাম ইলা বন্দ্যোপাধ্যায়(৮৪)। শনিবার দশমীতে একদিকে যখন দেবী উমাকে বিদায় জানিয়ে বিষাদের সুর চারিদিকে অন্যদিকে তখন বাড়ির বাথরুমে বৃদ্ধ ওই দম্পতির রহস্য মৃত্যুতে ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসীরা। আশপাশের বাসিন্দাদের সন্দেহ হয় মেরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাতেই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মেয়ে চৈতালি বন্দ্যোপাধ্যায়। ছেলে- বৌমার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তুলে শুরু করে দেন বিক্ষোভ। ঘটনাকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কোকওভেন থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। রবিবার সকালে বৃদ্ধ দম্পতির বাড়ির সামনে ছেলে- বৌমাকে গ্রেফতার এবং শাস্তির দাবি করে তুমুল বিক্ষোভ শুরু করে দেন মেয়ে ও প্রতিবেশীরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশকে ঘিরে ধরেও চলে বিক্ষোভ।

শেষ পর্যন্ত পুলিশ ওই বৃদ্ধ দম্পতির ছেলে বিপ্লব ব্যানার্জী ও অপর্না ব্যানার্জীকে গ্রেফতার করে। যদিও বৃদ্ধ দম্পতির মেয়ে তিন জনের নামে কোকওভেন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। মেয়ে চৈতালি বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন,"মা-বাবাকে প্রতিদিন মানসিক ও শারীরিকভাবে অত্যাচার করতো দাদা, বৌদি। সম্পত্তি হাতানোর ছক দীর্ঘদিন থেকে করেছিল। সম্পত্তি হাতিয়েও নিয়েছিল। তারপরে নির্মমভাবে খুন করে দিল।এছাড়াও বাবা-মাকে খুন করার পিছনে দাদা বৌদির সঙ্গে গ্রামেরই বাসুদেব ক্ষেত্রপালও দায়ী। ওই ব্যাক্তির নিয়মিত বাড়িতে আসা যাওয়া ছিল। তাদের কঠোর শাস্তি চাইছি।"এলাকাবাসী বলেন," বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে তার মেয়ের কাছে যেতে দিত না ছেলে বৌমা। মেয়ের কাছে গেলেই আত্মহত্যা করার ভয় দেখাতো ছেলে আর তার বউমা। সেই ভয়ে যেতেও পারতো না।' পুলিশ জানিয়েছে, 'ছেলে ও বউমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

জেড ক্যাটাগরির সুরক্ষা পাচ্ছেন চিরাগ, একই সুরক্ষার আওতায় থাওয়ার গেহলটও

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): জেড ক্যাটাগরির সুরক্ষা পাচ্ছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসোয়ান। একই সুরক্ষার আওতায় আসছেন কর্ণাটকের রাজ্যপাল থাওয়ার চাঁদ গেহলটও। কেন্দ্রীয় সরকার সোমবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসোয়ানের "জেড ক্যাটাগরির" নিরাপত্তার দায়িত্ব সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের (সিআরপিএফ) কাছে হস্তান্তর করেছে। তিনি এস আগে এসএসবি-র নিরাপত্তায় ছিলেন। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে সিআরপিএফ এসএসবি থেকে নিরাপত্তার দায়িত্ব বুঝে নেবে। এদিকে, কর্ণাটকের রাজ্যপাল থাওয়ার চাঁদ গেহলটকেও "জেড" ক্যাটাগরির কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ) নিরাপত্তা দিয়েছে কেন্দ্র।

প্রধানমন্ত্রী সকাশে অতিশী, কেন্দ্র ও দিল্লি সরকারের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতার প্রত্যাশা

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশী মারলেনা। প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে সাক্ষাতের বিষয়ে জানানো হয়েছে। পিএমও-র বার্তাকে ট্যাগ করেছেন অতিশী। সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও অতিশীর মধ্যে সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী অতিশী মারলেনা নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে আজ দেখা করেছি। আমি আমাদের রাজধানীর কল্যাণ ও অগ্রগতির জন্য কেন্দ্র এবং দিল্লি সরকারের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতার প্রত্যাশা করছি।

শিলিগুড়িতে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু যুবকের

শিলিগুড়ি, ১৪ অক্টোবর (হি. স.) : শিলিগুড়ির খড়িবাড়ির দেবীগঞ্জ রাজ্য সড়কে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার গভীর রাতে। নিহতের নাম মোহাম্মদ রাহীস। তিনি বিহারের গালগালিয়ার বাসিন্দা বলে জানা গেছে, ওই যুবক বিহারের গালগালিয়া থেকে বাইকে করে খড়িবাড়ি দুর্গাপূজা দেখতে এসেছিলেন। পুজো দেখে বের হওয়ার সময় দেবীগঞ্জের রাজ্য সড়কে তার বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে একটি বৈদ্যুতিক খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা খায়। স্থানীয় লোকজন পুলিশে খবর দেয়। খড়িবাড়ী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আশংকাজনক অবস্থায় যুবককে উদ্ধার করে খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। সোমবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য নর্থ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুরো বিষয়টি তদন্ত করছে পুলিশ।

প্রবাসী ভারতীয়দের সুবিধার্থে প্রয়াস, ওয়েব পোর্টাল ও মোবাইল অ্যাপের সূচনা করলেন এস জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): বিদেশ মন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর সোমবার দিল্লিতে ইমাইগ্রেট ২.০ ওয়েব পোর্টাল এবং মোবাইল অ্যাপের শুভ সূচনা করেছেন। ডক্টর জয়শঙ্কর এদিন বলেছেন, ইমাইগ্রেট ২.০ ওয়েব পোর্টাল চালু করা ভারতীয়দের জন্য নিরাপদ, স্বচ্ছ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক গতিশীলতা তৈরি করার জন্য সরকারের প্রচেষ্টার একটি প্রমাণ। তিনি বলেন, পোর্টালের পরিমার্জিত সংস্করণ বিদেশী ভূমিতে ভারতীয়দের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় সরকারের প্রতিশ্রুতির প্রতীক। তিনি উল্লেখ করেছেন, সারা বিশ্বে সু-প্রশিক্ষিত জনবলের প্রয়োজন বাড়তে চলেছে। বিদেশ মন্ত্রী বলেন, তাঁর মন্ত্রক ই-মাইগ্রেট পোর্টালের দক্ষতা বাড়াতে প্রযুক্তির ব্যবহারকে কাজে লাগিয়েছে।

পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওয়ে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হলো শারদীয় দুর্গোৎসব

হাফলং (অসম), ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওয়ে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হলো শারদীয় দুর্গোৎসব। এবার ডিমা হাসাও জেলায় দুদিনে পতিমা নিরঞ্জন পর্ব সম্পন্ন হয়েছে। শনি এবং রবিবার দিয়ুং নদীতে শান্তিপূর্ণভাবে দেবীপ্রতিমার নিরঞ্জন হলেও নদীর বিসর্জনঘাটে যাওয়ার রাস্তার বেহাল অবস্থার দরুন পুজো কমিটির সদস্যদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুজোর আগে পূজা কমিটির সঙ্গে অনুষ্ঠিত সভায় দিয়ুং নদীতে যাওয়ার রাস্তা মেরামতি করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে রাস্তার বেহাল চিত্র পাল্টায়নি। প্রতিমা নিয়ে বিসর্জনঘাটে যেতে প্রচণ্ড সমস্যায় পড়তে হয়েছে পূজা কমিটির সদস্যদের।

হাফলং শহরে প্রাচীন কাল থেকে প্রতিমা নিরঞ্জন চলে আসছিল লেকে। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে হাফলং লেকে প্রতিমা নিরঞ্জন বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে শহরের পূজা কমিটিগুলি রাজ্যের মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসা এবং উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসার কাছে আবেদন জানিয়েছে, আগামী বছর থেকে হাফলং লেকে প্রতিমা নিরঞ্জন পর্ব যাতে সম্পন্ন করা যায় সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নিয়ে।

এদিকে এবার ডিমা হাসাও জেলায় মোট পূজার সংখ্যা ছিল ৫৮টি। এর মধ্যে হাফলং শহরে মোট ২২টি পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে আবহওয়া এবার কিছুটা প্রতিকূল থাকায় পুজো দর্শনার্থীদের সমস্যায় পড়তে হয়েছে। তাছাড়া তিথির বিভ্রাটে এবার পূজা তিনদিন হওয়ায় সপ্তমী এবং অষ্টমী ও নবমী একসঙ্গে হওয়ার দরুন এই দুদিন পূজা প্যান্ডালগুলিতে দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল প্রচুর। তবে শনিবার বিজয়া দশমীর পূজা শেষ হয়ে যাওয়ায় পূজা দর্শনার্থীদের মধ্যে তেমন উৎসাহ ছিল না। তবে সব মিলিয়ে পূজার দিনগুলি আনন্দ ও উল্লাসে কাটিয়েছেন পাহাড়বাসী।

রাজগঞ্জে জলাশয় থেকে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

রাজগঞ্জ, ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জে রাস্তার পাশে জলাশয় থেকে মহিলার দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। সোমবার দুপুরে রাজগঞ্জ-গার্ডরা রাজ্য সড়কের মাঝিয়ালি মোড় এলাকার জলাশয় থেকে মহিলার দেহ উদ্ধার হয়।মৃতার নাম কবিতা আগরওয়াল।রাজগঞ্জ বাজার এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় জলাশয়ে মৃতদেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপরই খবর দেওয়া হয় রাজগঞ্জ থানার পুলিশকে।পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতন্তের জন্য পাঠিয়ে দেয়। কিভাবে মহিলার মৃত্যু হল তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আর জি করের বহিষ্কৃত ৫১ জুনিয়র ডাক্তার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : 'হুমকি সংস্কৃতি'-র অভিযোগ থাকায় আর জি কর হাসপাতাল থেকে সাসপেন্ড ও বহিষ্কৃত ৫১ জন জুনিয়র ডাক্তার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন। শাস্তিমূলক সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সোমবার তাঁরা মামলা দায়ের করেছেন।

এই নিয়ে হাইকোর্টের পূজাবকাশকালীন বেঞ্চের বিচারপতি পার্থসারথি সেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। মামলা দায়েরের আবেদন মঞ্জুর করেছেন বিচারপতি। আগামী ১৮ অক্টোবর এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

উল্লেখ্য, আর জি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ৫১ জন জুনিয়র ডাক্তারকে সম্প্রতি সাসপেন্ড করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

তাঁদের বিরুদ্ধে মূলত 'হুমকি সংস্কৃতি'-তে জড়িত থাকা-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে। এঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত করা হবে বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। আর জি কর হাসপাতালের স্পেশাল কাউন্সিলের বৈঠকে এই ৫১ জন জুনিয়র ডাক্তারকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলবে বলে জানানো হয়। পড়ুয়াদের অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত করা হবে। তদন্ত শেষ না-হওয়া পর্যন্ত তাঁদের হাসপাতালে প্রবেশের ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

দূষণ রুখতে তৎপরতা, আতশবাজি তৈরি, মজুত ও বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা দিল্লি সরকারের

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): বায়ুদূষণ রুখতে তৎপর দিল্লি সরকার। দীপাবলির আগে এই বছরও আতশবাজি তৈরি, মজুত ও বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে দিল্লি সরকার। জাতীয় রাজধানীতে ক্রমবর্ধমান দূষণের পরিপ্রেক্ষিতে দিল্লি সরকার সোমবার সমস্ত ধরণের আতশবাজি উৎপাদন, মজুত ও বিক্রয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। ১৪ অক্টোবর থেকে আগামী বছরের পয়লা জানুয়ারি পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকবে। দিল্লি দূষণ নিয়ন্ত্রণ কমিটি এই বিষয়ে একটি আদেশ জারি করেছে, যাতে অনলাইন বিপণন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সরবরাহের উপর নিষেধাজ্ঞা এবং সমস্ত ধরণের আতশবাজি ফাটানো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দিল্লির পরিবেশমন্ত্রী গোপাল রাই এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের মাধ্যমে জানিয়েছেন, শীতের সময় দূষণ বাড়তে থাকায় এই নিষেধাজ্ঞা আনা হয়েছে। তিনি দিল্লিবাসীর কাছে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন।

এক বছর পর আবার একদিনের ক্রিকেট দলে ফিরলেন কামিন্স

সিডনি, ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : গত ২০২৩ সালের ১৯ নভেম্বর আহমেদাবাদে বিশ্বকাপের ফাইনালের পর চোট-বিশ্রাম মিলিয়ে আর হয়ে একদিনের ক্রিকেট খেলেননি প্যাট কামিন্স।ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া রবিবার জানিয়েছে, এক বছর পর একদিনের ক্রিকেটে আবার ফিরে আসছেন কামিন্স। পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন এই পেসার।

পুড়ে ছাই হয়ে গেল চা-বাগানের ১০৪ বছরের বাংলো

দার্জিলিং, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেল চা-বাগানের ১০৪ বছরের বাংলো। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শৈলশহর দার্জিলিংয়ে। সোমবার ভোররাতে দার্জিলিং সংলগ্ন সিংটামে চা-বাগানে ওই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে। সিংটাম চা-বাগানে ১০৪ বছরের পুরোনো ম্যানেজারের বাংলোটি আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। আগুন লাগার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিকভাবে অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে।

অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। বেশ কিছুক্ষণ পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। দমকলের দুটি ইঞ্জিন দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কয়েকদিন আগে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের বাংলোটিও অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল।

প্রসঙ্গত, চলতি বছর দার্জিলিংয়ের 'ন্যাশনাল রিসার্চ ফর অর্কিড'-এর বাংলোয় আগুন লাগে। ব্যাপক ক্ষতি হয় বাংলোটির। গত জুন মাসে আলিপুরদুয়ারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ঐতিহ্যবাহী হলং বাংলো কার্যত পুড়ে ছাই হয়ে যায়। দেশ-বিদেশের বহু পর্যটকের অত্যন্ত পছন্দের জায়গা ছিল ওই হলং বাংলো। কয়েক বছর আগে বাংলোটি সংস্কারও করা হয়েছিল।

সিরসায় গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু বৃদ্ধ মহিলার

সিরসা, ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : সিরসা শহরের চাতরগড়পট্টিতে একটি দ্রুতগামী গাড়ি এক বয়স্ক মহিলাকে ধাক্কা দেয় । গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে সিভিল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই মহিলার মৃত্যু হয়। সিভিল লাইন থানায় পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য রেকর্ড করে অজ্ঞাত চালকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তথ্য অনুযায়ী, রবিবার চাতারগড়পট্টিতে রাস্তা পার হচ্ছিলেন ধনী চাঁদমারীর বাসিন্দা ৭০ বছর বয়সী কৃষ্ণা দেবী। এসময় দ্রুতগতিতে আসা একটি গাড়ি তাকে ধাক্কা দেয়। গাড়ির চালক আহত ব্যক্তিকে তার গাড়িতে তুলে সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে চালক গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় কৃষ্ণা দেবীর মৃত্যু হয়। মৃত কৃষ্ণা দেবীর নাতি রমেশ কুমার বলেন, গাড়ির নম্বর নোট করা ছিল।

জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনে শামিল নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরাও

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : সোমবার জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনে শামিল হয়েছেন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরাও। আট থেকে আশি সব বয়সের মানুষকেই আন্দোলনের পাশে দাঁড়াতে দেখা গিয়েছে। সোমবারও তার ব্যতিক্রম হল না। দেখা যায় অভিনয় জগতের একাধিক পরিচিত মুখও। মিছিলে হাঁটেন দেবলীনা দত্ত, চৈতী ঘোষালরাও।

জুনিয়র ডাক্তারদের দাবির সঙ্গে একাত্ম হয় নাগরিক সমাজের একটি অংশ। বিচারের দাবিতে স্লোগান তোলেন তাঁরাও। জাতীয় পতাকা হাতেও মিছিলে শামিল হন কেউ কেউ। নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে স্লোগান তীব্র হয় জুনিয়র ডাক্তারদের মিছিল থেকে। কালো পোশাক গায়ে প্রতিবাদ মিছিলে শামিল হন আন্দোলনের সমর্থনকারীরা।

'রাজভবন অভিযান' শুরুর আগে এদিন ধর্মতলা চত্বরে পুলিশের একটি বাহিনী মোতায়েন করা ছিল।

পুলিশের থেকে আগাম কোনও অনুমতিও নেওয়া ছিল না এই মিছিলের জন্য। কোন পথে মিছিল এগোবে, তা নিয়ে জুনিয়র ডাক্তারেরা কথা বলেন পুলিশের আধিকারিকেরা। কিছুটা তর্কাতর্কিও হয়। মিছিলের জন্য বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট এবং ওয়াটারলু স্ট্রিটের সংযোগস্থল কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায় সাময়িকভাবে।

পুলিশ বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট থেকে আরএন মুখার্জি রোড হয়ে রাজভবনের দিকে যেতে বলে। জুনিয়র ডাক্তারেরা চান তাঁরা লালবাজার দিকে আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে তার পর রাজভবনের দিকে যেতে। পরে অবশ্য সামান্য কিছুটা পথ। তা নিয়ে আর মতানৈক্য হয়নি।

স্বাস্থ্যভবনে আড়াই ঘণ্টার বৈঠকে জট খুলল না, তিনটি ইস্যুতে মতের অমিল

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি.স.) বহু প্রতীক্ষিত আড়াই ঘন্টার বৈঠকের নির্যাস ফলপ্রসূ নয়। রাজ্য সরকারের তরফে মুখ্যসচিব ডঃ মনোজ পন্থর নেতৃত্বে সোমবারের বৈঠকটি নিষ্ফলা। সিনিয়র চিকিৎসকদের এক প্রতিনিধি দল সেখানে বৈঠকে যোগদান করেন। হাসপাতালে দুর্নীতি চক্রের কথা জানানো হয়েছে। জুনিয়র চিকিৎসকদের দশ দফা দাবির সমর্থনে আলোচনাও শুরু হয়। যদিও তা নিয়ে কোনওরকম সদর্থক ভূমিকা পালনের খবর নেই। তবে, ওই বৈঠকে স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম অনুপস্থিত ছিলেন। রাজ্য সরকারের তরফেও লিখিত বক্তব্য দেওয়া হয়নি। তাদের দাবি, হালকা চালে ভাসা ভাসা বেশ কিছু প্রস্তাব তথা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। যা নিয়ে তাদের প্রবল আপত্তি। মুখ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠকের পর হতাশ সিনিয়র চিকিৎসকদের প্রতিনিধিরা। তাদের আরও বক্তব্য, ওই সমস্যার সমাধানে সদিচ্ছা নেই সরকার পক্ষের। তবে, জুনিয়র চিকিৎসকদের অনশন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্যের হাল হকিকত নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। সেকথাও পাল্টা জানান, মুখ্যসচিব ডঃ মনোজ পন্থ। তিনি বলেন, বিভিন্ন ইস্যুতে আলোচনা হয়। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই টাইমলাইন বেঁধে কাজের অগ্রগতি বলা সম্ভব নয়। ইতিমধ্যেই দশ দফা দাবির মধ্যেই সাতটি দাবিতে কাজ এগিয়েছে। তবে, তিনটি দাবি নিয়ে দু" পক্ষের মধ্যেই মতের অমিল রয়েছে।

অশান্তির জেরে ভাঙচুর বাইপাসের ধারে বেসরকারি হাসপাতালে, ডাক্তারকে হেনস্থা

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): রোগীমৃত্যুকে কেন্দ্র করে সোমবার প্রবল উত্তেজনা হয় মুকুন্দপুরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে। হাসপাতালে ভাঙচুর এবং চিকিৎসকদের হেনস্থার অভিযোগ ওঠে রোগীর পরিবারের বিরুদ্ধে। পাল্টা চিকিৎসায় গাফিলতি, বিশাল অঙ্কের বিল করার অভিযোগ উঠেছে হাসপাতালের বিরুদ্ধে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, অষ্টমীর রাতে বাইক দুর্ঘটনায় আহত হন উত্তর কলকাতার বরাহনগরের এক যুবক। তাঁকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় বাইপাসের ধারে একটি হাসপাতালে। রোগী পরিবারের অভিযোগ, প্রথমে তাঁদের বলা হয়েছিল, রোগীর চিকিৎসা ঠিকঠাক চলছে। অন্যত্র স্থানান্তরের কোনও প্রয়োজন নেই। কিন্তু কয়েক দিনে বিশাল অঙ্কের বিল হয় হাসপাতালে। তার পরে ওই যুবকের মৃত্যুও হয়।

সোমবার এ নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে প্রশ্ন করা হলে তাঁরা কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি বলে দাবি। তার পরেই অশান্তির ঘটনা ঘটে। হাসপাতালের তরফে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের হেনস্থা এবং রিসেপশনে ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

রোগীর পরিবার এবং পরিজনেরা ওই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলে নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন। পুলিশও ছিল। অশান্তির খবর পেয়ে বাইপাসের ধারে ওই হাসপাতালে যায় সার্ভে পার্ক থানার পুলিশ।

মুম্বইয়ের হাসপাতালে রুটিন চেকআপ করালেন উদ্ধব, আদিত্য বললেন সব ঠিক আছে

মুম্বই, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): মুম্বইয়ের এইচ এন রিলায়েন্স হাসপাতালে রুটিন শারীরিক চেকআপ করালেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। সম্ভবত সোমবারই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবেন তিনি। উদ্ধবের ছেলে আদিত্য ঠাকরে জানিয়েছেন, 'সোমবার সকালে, উদ্ধব ঠাকরে জি এইচ এন রিলায়েন্স হাসপাতালে একটি পূর্ব পরিকল্পিত বিশদ শারীরিক চেক আপ করিয়েছেন।

সোমবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে এআইসিসি অবজারভার মমতাজ বেগম সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন। নিজস্ব ছবি।

আরজি কর কান্ডের অভিযুক্ত সন্দীপন ঘোষ দশেরা উৎসবে রাবন রূপে রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর: আরজি কর কান্ডের ঘটনায় অভিযুক্ত সন্দীপন ঘোষ বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ মাঠে। তাও আবার রাবনের রূপে। কলকাতা একটি পূজা মন্ডপে অসুর রূপে দেখা গেলেও বিলোনিয়াতে রাবনের রূপে দেখা গেল। আতসবাজি রোসনাই সহ দশেরা উৎসবের আয়োজনের মধ্যে রাবণ বধের পরেই সাঙ্গ হলো শারদীয়া দূর্গা মায়ের পূজা।এই দশমীর দিনে বিলোনিয়া বনকর ওরিয়েন্টাল ক্লাব আয়োজন করে থাকে দশেরা উৎসব। রাবণ বধ ও আতস বাজি রোশনাইয়ে এই দশেরা উৎসব পালন করে থাকে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ মাঠে উপচে পড়া ভীড়ের মাঝে রবিবার রাত সোয়া দশটা রাবনকে দহন করে বধ করা হয়। জয় শ্রী রাম ধ্বনি ছিল আকাশে বাতাসে। অশুভ শক্তিকে বিনাস করে শুভ শক্তির কামনায় করেছেন উপস্থিত জনগণ।এই দিন দশেরা উৎসবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার অশোক সীনহা, পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, কাউন্সিলর অনুপম চক্রবর্তী, বিশিষ্ট সমাজসেবী চন্দন দেবনাথ ও গৌতম সরকার সহ অন্যান্যরা।

কল্যাণপুরে শারদীয় দুর্গোৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৪ অক্টোবর: কল্যাণপুরের একাধিক এলাকায় ছোট বড় মাঝারি মিলিয়ে শারদীয় দুর্গোৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলো। বেশিরভাগ পুজো রবিবার প্রতিমা নিরঞ্জন করলেও ক্লাবের পুজো গুলোর প্রতিমা বিসর্জন হলো সোমবার। মূল কল্যাণপুর এর ক্লাব গুলোর মধ্যে নজরকারা ছিল একত্র সংঘ। এখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও হয়। শিল্পী দের আনা হয় কলকাতা থেকে।

এছাড়া বাঘাযতীন ক্লাবে ফুটে উঠে বন্যা জনিত রেপ্লিকা। নেতাজি ক্লাব, শান্তি প্রিয় সংঘ, ইয়ং ব্লাড ক্লাব রুচি সম্মত পুজো করে কম বাজেটের মধ্যে। কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে রবি ও সোমবার প্রতিমা নিরঞ্জন হয় স্থানীয় দশমী ঘাটে। জনজাতি এলাকা মুড়াবাড়ী, রজনী সর্দার পাড়া, একরাই, দিনদয়াল পাড়া, দক্ষিণ ঘিলাতলী, ঘিলাতলী তেও পুজো হয় নিষ্ঠা ভরে।

এছাড়া বাগানবাজার, শান্তিনগর, দ্বারিকাপুর, এই সমস্ত এলাকাতেও ভক্তি ভরে মায়ের আরাধনা হয়। সব মণ্ডপ ফাঁকা হয়ে যাওয়াতে সকলেরই মন খারাপ। এবার ঘরে ঘরে মা লক্ষী পূজিতা হবেন। কিন্তু জিনিস পত্র সহ ফল মূলের অগ্নি মূল্য গৃহস্তকে দিশেহারা করে দিচ্ছে। কিন্তু এরপরেও বাঙালির ঘরে দেবী লক্ষীর আরাধনা সাধ্য ও সাধ এর টানাপোড়েনের মধ্যেই হবে।

আটক জওয়ান

● প্রথম পাতার পর

মহিলারও দুই সন্তান রয়েছে। তাদের সন্তান থাকা সত্ত্বেও এই ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ করতে এসে ধরা পড়ার ঘটনা ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ছিছি রব পড়তে শুরু করে।পরবর্তীতে খবর দেওয়া হয় আমতলী থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে এসে তাদেরকে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। স্থানীয়দের বক্তব্য এধরনের মহিলা এবং পুরুষদের জন্য সমাজ কলঙ্কিত হচ্ছে। এই ধরনের ঘটনা কখনো মেনে নেবেনা স্থানীয় মানুষ।

উৎসবের সমাপ্তি

● প্রথম পাতার পর

মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, মায়ের গমন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গত দুই বছরে শহরবাসীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়েছিল। এবছরও মায়ের গমন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে উৎসাহ তৈরী হয়েছে। বর্তমান রাজ্য সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই রাজ্যে কোনো ধরণের অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই দুর্গোৎসবের আয়োজন সম্ভব হচ্ছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী বলেন, রাজ্যে মায়ের গমন অনুষ্ঠান প্রথম শুরু হয় ২০২২ সালে। এবছর মায়ের গমন অনুষ্ঠানটি মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মায়ের গমন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য আগরতলা শহরের বিভিন্ন ক্লাবকে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এবছর মায়ের গমন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য ৪৫টি ক্লাব সম্মতি জানিয়েছে। মায়ের গমন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলির মধ্যে বিভিন্ন বিভাগে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য তিনটি ক্লাবকে পুরস্কৃত করা হবে। এর মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারী ক্লাবকে ৫০ হাজার টাকা, দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ক্লাবকে ৩০ হাজার টাকা এবং তৃতীয় স্থানাধিকারী ক্লাবকে ২০ হাজার টাকা পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হবে। এছাড়াও জেলাস্তরে শ্রেষ্ঠ পূজার আয়োজনের জন্য বিভিন্ন ক্লাবকে পুরস্কৃত করা হবে।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি বলাই গোস্বামী, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ড. বিশাল কুমার, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য্য প্রমুখ।

মৃতদেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

৬ নং ওয়ার্ডের প্রত্যন্ত নতুন বাগান এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান কমলপুর থানার ওসি সঞ্জয় লস্কর, ফরেন্সিক টিম সহ বিশাল পুলিশবাহিনী মৃত অভিমুন্য মুন্ডার স্ত্রী সীতা মুন্ডা ও উনার ছেলে উত্তম মুন্ডা জানান, অভিমুন্য মুন্ডা অষ্টমী পূজার রাত থেকে আজ তিন দিন নিখোঁজ ছিল। তিন দিন ধরে বিভিন্ন জায়গায় খুজাখুজি করা হয়। কোথাও পাওয়া যায় নি।আজ (সোমবার) সকালে নতুন বাগানের বনসত্যি মন্দির সংলগ্ন একটি ছোট্ট পরিত্যক্ত জলাশয়ের কাছে প্রথমে তার প্যান্ট দেখে একটু খোঁজতে অভিমুন্য মুন্ডার মৃতদেহ পাওয়া যায়। ওসি সঞ্জয় লস্কর বলেন, অভিমুন্য মুন্ডা প্রচন্ড মদ্যপান করতো। ওইদিন রাতে নতুন বাগানে পূজা দেখতে এসে নেশা করে। ধারনা করা হচ্ছে,জঙ্গলে পায়খানা করার পর জল ব্যবহার করতে গিয়ে জলাশয়ে পড়ে গিয়ে ডুবে মৃত্যু হয়। আমরা ময়নাতদন্তের জন্য বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত করা হবে কিভাবে মৃত্যু হয়েছে।

তুঙ্গে

● প্রথম পাতার পর

তেলিয়ামুড়া মৃৎশিল্পী তথা করইলং এলাকার বাসিন্দা নির্মল রুদ্রপালের বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল তিনি প্রতিমা তৈরীর কাজে ব্যস্ত। তিনি জানান, এমনিতেই মূর্তির তৈরীর আনুষাঙ্গিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, সেই সাথে গত কিছুদিন আগে হয়ে যাওয়া বন্যার ফলে মূর্তি তৈরিতে কিছুটা হলেও ভাটা পড়েছে। তারপরেও শিল্পী সত্তার তানে নিজের হাতে মৃৎশিল্পীরা তৈরি করছেন লক্ষ্মী প্রতিমা।

নিখোঁজ ব্যবসায়ী

● প্রথম পাতার পর

অজয় আচার্জীর স্ত্রী জানান আগরতলায় মালিকদের বকেয়া টাকা দিতেই বেরিয়েছিলেন। তাই সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে উনার পরিবার তাকে খুঁজে পেতে পুলিশ এবং জনসাধারণের সহযোগিতার আবেদন করেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

বেসরকারি হাসপাতালেও আংশিক কর্মবিরতি চিকিৎসা সেবা প্রভাবিত

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে সোমবার বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকেরা আংশিক কর্মবিরতিতে শামিল হয়েছেন। সোমবার সকাল ৬টা থেকে শুরু হয়েছে এই কর্মসূচি। চলবে বুধবার সকাল ৬টা পর্যন্ত। ৪৮ ঘণ্টা আংশিক কর্মবিরতির কারণে বেসরকারি হাসপাতালগুলির জরুরি বিভাগ ছাড়া সব পরিষেবা বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা। যদিও রোগী পরিষেবায় কোনও সমস্যা হবে না বলেই আশ্বস্ত করেছিলেন তাঁরা।এদিকে, আর জি কর ধর্ষণ ও খুনের মামলার প্রতিবাদে ফেডারেশন অফ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (ফেমা) সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে দুই দিনের পেন-ডাউন ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। দেখতে দেখতে ধর্মতলায় ডাক্তারদের আমরণ অনশনের ২০০ ঘণ্টাও অতিক্রান্ত। একে একে অনশনরত ডাক্তাররা অসুস্থ হয়ে পড়ছেন।

নতুন উচ্চতা স্পর্শ করুক হরিয়ানা, কামাখ্যা মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রার্থনা সাইনির

গুয়াহাটি, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): অসমের গুয়াহাটিতে কামাখ্যা মন্দিরে পুজো দিলেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিং সাইনি। সোমবার সকালে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী সাইনি, তাঁর স্ত্রী সুমন সাইনি-সহ অন্যান্যরা কামাখ্যা মন্দিরে পুজো দেন। উপস্থিত ছিলেন হরিয়ানা বিজেপির সভাপতি মোহন লাল বাদোলিও। কামাখ্যা মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী সাইনি বলেছেন, 'আমি খুবই ভাগ্যবান যে, আজ মা কামাখ্যা মন্দিরে পুজো করার সুযোগ পেয়েছি। আমি হরিয়ানার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য প্রার্থনা করেছি, হরিয়ানা যাতে উন্নয়নের নতুন উচ্চতা স্পর্শ করে।' সাইনি আরও বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে আমরা গত ১০ বছরে যে কাজ করেছি, আমরা হরিয়ানাকে কোনও বৈষম্য ছাড়াই সমানভাবে উন্নত করেছি। আমরা এই উন্নয়নকে আরও দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাব। হরিয়ানায় যে সরকার নির্বাচিত হয়েছে তা গরীব, কৃষক, মহিলা, যুবকদের সরকার।'

ধর্মতলায় ডাক্তারদের অনশন অব্যাহত, পুলস্ত্য আইসিইউ-তে চিকিৎসাধীন

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): দশ দফা দাবিতে অনড় জুনিয়র চিকিৎসকদের অনশন কর্মসূচি অব্যাহত। একে একে ডাক্তাররা অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। রবিবার রাতে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ডাঃ পুলস্ত্য আচার্য্য। আইসিইউ-তে ভর্তি রয়েছেন নীলরতন সরকার হাসপাতালে। রাতে অনশনমঞ্চ থেকে অ্যাম্বুল্যান্সে করে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজে (এনআরএস) নিয়ে যাওয়া হয় পুলস্ত্যকে। আপাতত সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। পুলস্ত্যের চিকিৎসার জন্য পাঁচ সদস্যের মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়েছে।অন্যদিকে, সাতসকালেই উৎসুক জনতা ও সাধারণ মানুষ এবং পথচলতি জনতা ভিড় করেছেন অনশনরত ডাক্তারদের প্রতি সংহতি জানাতে। কেউ খোঁজ নিয়ে চলেছেন, অফিসে যাওয়ার পথেই উঁকি দিয়ে যাচ্ছেন। সহমর্মিতার প্রশ্নে সকলেই সমব্যাথী। আবার কেউ আর্থিক সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। সেই ছবিও ধরা পড়েছে। উল্লেখ্য, প্রতীকি অনশন মঞ্চে সদা জাগ্রত রয়েছেন চিকিৎসকেরা। তাদের সকলেই একের পর এক দেশাত্মবোধক সঙ্গীত খালি গলায় পরিবেশন করে চলেছেন। যোগদান করেছেন উপস্থিত সকলেই।

হলংয়ের পর সিংটাম বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই শতাব্দী প্রাচীন বাংলো

দার্জিলিং, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): হলংয়ের পর এবার সিংটাম বাংলোয় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। রবিবার রাতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল ১০৪ বছরের পুরনো বাংলোটি। দুর্গম এলাকা হওয়ায় দমকল কর্মীদের ঘটনাস্থলে পৌঁছতে কিছুটা সময় লাগে। ফলে আগুনের লেলিহান শিখা সামাল দেওয়া সম্ভব হয়নি। ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে গোটা বাংলোটিই।রবিবার রাতে সিংটাম চা বাগানের ম্যানেজারের বাংলোয় বিধ্বংসী আগুন লাগে। পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ১০৪ বছরের পুরনো এই বাংলোটি। রবিবার রাতে ওই বাংলোটিতে আগুন লাগে। দুর্গম এলাকা হওয়ায় দমকল কর্মীদের ঘটনাস্থলে পৌঁছতে বেশ কিছুটা দেরি হয়। ততক্ষণে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে গোটা বাংলোটি।

মুম্বই-হাওড়া মেইল ট্রেনে বোমাতঙ্ক, তল্লাশিতে মিলল না কিছুই

জলগাঁও, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): মুম্বই-হাওড়া মেইল (১২৮০৯) ট্রেনে বোমাতঙ্ক। টুইটার (এক্স) মারফত মুম্বই-হাওড়া মেইলে বোমা বিস্ফোরণের হুমকি দেওয়া হয়, দাবি করা হয় নাসিকের পরে ট্রেনে বিস্ফোরণ ঘটবে। ততক্ষণে ট্রেনটি মহারাষ্ট্রের জলগাঁও পৌঁছে যায়, এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই জলগাঁও-এ ট্রেনটি থামানো হয়। সোমবার ভোর ৪.১৫ মিনিট নাগাদ ট্রেনটি জলগাঁও-এ থামলে ট্রেনে তল্লাশি চালানো হয়। এই তল্লাশি দেখে যাত্রীরা রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। যদিও, ট্রেনে কিছুই পাওয়া যায়নি। হুমকি ভুয়ো প্রমাণিত হয়।

বৈদ্যবাটিতে বিসর্জনের রাতে বাইকের ধাক্কায় জখম প্রৌঢ়, ধুন্ধুমার পরিস্থিতি

হুগলি, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): দুর্গাপুজোর বিসর্জনের রাতে বাইকের ধাক্কায় এক প্রৌঢ়ের গুরুতর জখম হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার বেধে গেল হুগলির বৈদ্যবাটিতে। রবিবার গভীর রাতে বৈদ্যবাটি চৌমাথার দিক থেকে বৈদ্যবাটি ১১ নম্বর রেল গেটের দিকে আসছিল একটি মোটর বাইক। পথে বৈদ্যবাটি কাজীপাড়ার কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্থানীয় এক বাসিন্দাকে ধাক্কা মারে বাইকটি। জানা গিয়েছে, তাপস শাসমল নামে বছর ৫২-র ওই ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হন। তখনই উত্তেজিত জনতা ওই বাইকে আগুন লাগিয়ে দেয়। আহত তাপসবাবুকে শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আপাতত সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। গোটা বিষয়টা খতিয়ে দেখতে শ্রীরামপুর থানার পুলিশ।

মাতলেন মায়েরা

● প্রথম পাতার পর

ভিড় জমান রমণীরে। রমণীরা একে অপরকে সিঁদুর দিয়ে রাঙ্গিয়ে দিয়ে সিঁদুর খেলায় মেতে উঠেন।

আজ তিথি অনুযায়ী বিজয়া দশম। তাই প্রথা মেনে প্রথমে দুর্গা বাড়ির প্রতিমা নিরঞ্জন তারপর প্রভু বাড়ি এরপর আনুষ্ঠানিক ভাবে বিভিন্ন ক্লাব ও বাড়ির প্রতিমা নিরঞ্জন হবে।

খোয়াইয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৪ অক্টোবর:খোয়াই লালছড়াস্থিত স্বনামধন্য বাঘাযতীন ক্লাবের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও গুণিজন সম্বর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। খোয়াই পুর পরিষদের কাউন্সিলার তথা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব পিযুষ কান্তি চৌধুরী, রাজ্যের প্রবীণ সাংবাদিক তথা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব গোপাল সিং, ব্যবসায়ী বিপ্লব দেবনাথ, ক্লাবের স্থায়ী সভাপতি ও পুর পরিষদের কাউন্সিলার উত্তম চক্রবর্তী সহ গুনিজন হিসাবে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয় তারাপদ রায় এবং দীপক সাহা। গুণিজনের হাতে স্বারক তুলে দেওয়া হয়।খোয়াই সর্বদাই সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসাবে গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের বুকে সমাদৃত হয়ে আসছে। কিন্তু যে গুণিজনরা সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক তাদের সম্বর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে খোয়াই বাঘাযতীন ক্লাব এক অনন্য নজীর গড়েছে। আগামী দিনে এভাবেই এই ধারা অব্যহত থাকবে বলে বক্তারা নিজেদের অভিমত প্রকাশ করেছেন। এদিকে পুজোর প্রতিটি দিনই ক্লাবের পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দীর্ঘ বছর ধরেই এই ধারা অব্যহত রেখেছে ক্লাবটি।

রামকৃষ্ণ মিশনে কুমারী পূজা

আগরতলা, ১১ অক্টোবর: আজ দুর্গা অষ্টমী উপলক্ষ্যে ধলেশ্বর রামকৃষ্ণ মিশনে কুমারী পূজার আয়োজন করা হয়েছে। এদিন রামকৃষ্ণ মিশন পূজো দেখতে স্বপরিবারে গিয়েছিলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য।প্রসঙ্গত, গোটা ত্রিপুরা শারদ উতবে মেতে উঠেছে। মা দুর্গার আরাধনায় সর্বত্র উল্লাসের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। প্রথা মেনে প্রতি দুর্গা অষ্টমী-তে কুমারী মা-র পূজা উদযাপিত হয়ে আসছে। আজ কুমারী মা-র আরাধনায় রাজ্যবাসী ব্রতী হয়েছেন। ধলেশ্বর রামকৃষ্ণ মিশনে কুমারী মা রূপে আজ পূজা করা হয়েছে। ওই পূজা দেখতে হাজারো দর্শনার্থী ভিড় জমিয়েছে। এদিন রামকৃষ্ণ মিশনে মায়ের কাছে প্রার্থনা করতে গিয়েছিলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য। এদিন তিনি আপামর জনগণকে দুর্গা অষ্টমীর আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। পাশাপাশি, রাজ্যবাসী ও দেশের মঙ্গল কামনা করেন তিনি। পাশাপাশি তিনি এই পূর্ন তিথিতে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার গড়তে সবাইকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।জনৈক পুরোহিত বলেন, শাস্ত্রানুযায়ী কুমারী পুজোর উৎপত্তি হয় কোলাসুর-কে বধ করার মধ্যে দিয়ে। শাস্ত্রে বর্ণিত রয়েছে কোলাসুর এক সময় স্বর্গ ও মর্ত্যের অধিকার নেওয়ার ফলে, দেবতাগণ মহাকালীর শরণাপন্ন হন। দেবগণের ডাকে সাড়া দিয়ে দেবী পুর্নজন্ম-এ কুমারীরূপে কোলাসুর-কে বধ করেন। এর ফলে মর্ত্যে কুমারী পুজার প্রচলন শুরু হয়েছে।

দুর্গাবাড়িতে পূজো দিলেন সাংসদ রাজীব

আগরতলা, ১১ অক্টোবর : গোটা ত্রিপুরা শারদ উৎসবের মেতে উঠেছে। এবার ও সব বছরের ন্যায় প্রথা মেনে দূর্গা বাড়িতে অষ্টমী পূজো সম্পন্ন হয়েছে। দূর্গা বাড়িতে অষ্টমী পূজাতে গিয়েছিলেন সাংসদ তথা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। এদিন রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন, আজ স্বপরিবারে ত্রিপুরার সনাতনী ঐতিহ্য বহনকারী 'দুর্গা বাড়ি'তে মায়ের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করেছি। তিনি আপামর রাজ্যবাসীকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। পাশাপাশি, মায়ের নিকট রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনা করেন।এদিকে, মহা সপ্তমীর পূর্ণ তিথিতে সপরিবারে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য।রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন, মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করে রাজ্যবাসী ও দেশের মঙ্গল কামনা করেন তিনি। পাশাপাশি তিনি এই পূর্ন তিথিতে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার গড়তে সবাইকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।তাছাড়া, তিনি রাজ্যবাসীকে শারদীয়া উৎসবের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

কদমতলা সফরে গেলেন মফস্বর আলী

আগরতলা, ১০ অক্টোবর : শান্তি বৈঠকের পর এলাকায় শান্তি ফিরলেও জনমনে আতঙ্কের মেঘ এখনো কাটেনি। আজ কদমতলা সফরে গেলেন রাজ্য ওয়াকফ কমিটির চেয়ারম্যান এবং কৈলাশহরের বিজেপি নেতা মফস্বর আলী। তার সঙ্গে ছিলেন ব্লক চেয়ারম্যান মিহির নাথ, ভাইস চেয়ারম্যান বিদ্যা দাস, প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুব্রত দেব, আব্দুল খালিক, বশির আলী, রাজাধর, আব্দুল হালিম সহ অন্যান্য সর্বদলীয় সংখ্যালঘু নেতারা।এদিন মফস্বর আলী কদমতলা বাজার মসজিদ, শনি মন্দির, দোকানপাট এবং হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বাড়িঘর পরিদর্শন করেন। এলাকা ঘুরে তিনি জানান, এই ধরনের ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং মানবতার পক্ষে লজ্জাজনক। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজন বিভিন্ন দাবি তুলে ধরেন মফস্বর আলীর কাছে, যা তিনি গুরুত্ব সহকারে শোনেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দেন।

ধর্মনগরে প্রতিমা নিরঞ্জন পর্ব অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৪ অক্টোবর: ধর্মনগরে প্রতিমা নিরঞ্জন পর্ব অবাধ ও শান্তি পূর্ণভাবে অতিবাহিত হচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া নিরাপত্তা এবং নজরদারি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। গতকাল রাতে ধর্মনগরে বিজয়া দশমী অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয়েছে। বেশিরভাগ ক্লাব ও বাড়ির পুজোয় দুর্গা প্রতিমার নিরঞ্জন সম্পন্ন হয়েছে। দশমীর শোভাযাত্রায় অসংখ্য দর্শনার্থী অংশগ্রহণ করেন। ভক্তিভরে মাকে বিদায় জানান।যদিও ধর্মনগরের কিছু বড় পুজোর দশমী আজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে গতকালের সমস্ত কার্য্যক্রম শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে।প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া নিরাপত্তা এবং নজরদারি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল, যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। পুলিশ এবং স্থানীয় প্রশাসন যৌথভাবে পরিস্থিতি পর্য্যবেক্ষণ করেছে। ফলে নিরঞ্জন পর্ব নির্বিঘ্নে হয়েছে। ধর্মনগরের পূজা কমিটিগুলিও প্রশাসনের নির্দেশনা মেনে চলার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছে, যা পূজার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাকে সুশৃঙ্খল করেছে।আজ যারা দশমীর শোভাযাত্রা করবেন, তাদের জন্যও প্রশাসন প্রস্তুত রয়েছে।

গ্রেপ্তার

● প্রথম পাতার পর

যুবকের সাথে স্ত্রীর পূজায় আনন্দ করার ছবি সামাজিক মাধ্যমে দেখেই খুনের পরিকল্পনা করেছিল। সে মোতাবেক রাতেই শ্বশুর বাড়িতে লুকিয়ে ছিলেন তিনি। স্ত্রী ও শাশুড়ি বাড়ি ফিরতেই তাঁদের দা দিয়ে এলোপাথাড়ি আঘাত করেন এবং তাতে ঘটনাস্থলে দুজনেরই মৃত্যু হয়েছে। পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, সমরজিৎ প্রথমে স্ত্রীকে দা দিয়ে আঘাত করেন। মেয়ে-কে বাঁচাতে এগিয়ে গেলে শাশুড়ি-কেও কুপিয়ে খুন করেন তিনি। তাঁদের খুন করে সমরজিৎ সেখান থেকে পালিয়ে মধুপুর চলে যান। ডাঃ কিরণ কুমার কে জানান, খুনের খবর পুলিশ অভিযানে নামে এবং মধুপুর পুলিশের সহায়তায় তাঁকে গ্রেফতার করেছে। তাঁকে রবিবার আদালতে সোপর্দ করে ১২ দিনের পুলিশ রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। ওই খুনের ঘটনায় আরও কেউ জড়িত থাকার বিষয়ে পুলিশ তদন্ত করছে।

এসআই'র মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

বলে ঘোষণা করেন। তিনি ভাঙমুন থানায় কর্মরত ছিলেন। তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি সামাজিক মাধ্যমে বলেন, এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক সড়ক দুর্ঘটনায় ভাংমুন থানায় কর্মরত এস.আই ডেভিড ডার্লং প্রাণ হারিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, এই কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা ব্যক্ত করছি ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নিকট বিদেহী আত্মার সদ্গতি কামনা করছি।

বিদায় নিয়েছে

● প্রথম পাতার পর

২৪ ঘন্টায় রাজ্যের শুষ্ক আবহাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে।মৌসম বিভাগ জানিয়েছে, আজ ত্রিপুরায় আনুষ্ঠানিকভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বিদায় নিয়েছে। স্বাভাবিক সময়ের তিনদিম আগে তা বিদায় নিয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ত্রিপুরায় শুষ্ক আবহাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। মৌসম বিভাগের পূর্বাভাস অনুযায়ী, গত বছর ১৭ অক্টোবর ত্রিপুরায় আনুষ্ঠানিকভাবে বর্ষা বিদায় নিয়েছে।

কৈলাসহরে মনু নদীর উপর নবনির্মিত ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সেতুর উদ্বোধন

আগরতলা, ১০ অক্টোবর: মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আজ সকালে ঊনকোটি জেলার ছনতৈলে মনু নদীর উপর নবনির্মিত ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সেতুর উদ্বোধন করেন। দুর্গাপূজার মহাসপ্তমিতে ঊনকোটি জেলা সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী এদিন কৈলাসহরের দুর্গাপুরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট যুব আবাসেরও শিলান্যাস করেন।

ছনতৈলে মনু নদীর উপর নবনির্মিত ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সেতুর উদ্বোধনের ফলে ঊনকোটি জেলা সদর কৈলাসহরের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সুগম হয়েছে। এই সেতু নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১৫ কোটি ৪৬ লক্ষ ১৯ হাজার ৪২৪ টাকা। সেতুটির দৈর্ঘ্য ১৬৭ মিটার। সেতুটি নির্মাণ করেছে রাজ্যের পূর্ত দপ্তরের সড়ক ও সেতু শাখা। উল্লেখ্য, ২০২০ সালের জুন মাসে এই সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। কৈলাসহরের দুর্গাপুরে যে যুব আবাসের শিলান্যাস হয়েছে তা নির্মাণ করবে ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড। যুব আবাসটি নির্মাণে ব্যয় হবে ১২.৩৫ কোটি।

নবনির্মিত সেতুর উদ্বোধন ও যুব আবাসের শিলান্যাসের সময় উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিকু রায়, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, চন্ডিপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সম্পা দাস পাল কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের চেয়ারম্যান নবাদল বণিক, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক দিলীপ কুমার চাকমা, পুলিশ সুপার কান্তা জাঙ্গির, কৈলাসহর মহকুমার মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার প্রমুখ।

পুজোর আনন্দে মাতোয়ারা ত্রিপুরাবাসী, মহাসপ্তমীর পূর্ণ তিথিতে দুর্গা বাড়িতে পূজার্চনায় মগ্ন ভক্তরা

আগরতলা, ১০ অক্টোবর : আজ মহাসপ্তমী। পুজোর আনন্দে মাতোয়ারা গোটা ত্রিপুরাবাসী। পাশাপাশি, রীতি রীতি মেনে আগরতলার ঐতিহ্যবাহী দুর্গা বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়েছে মহা সপ্তমী পূজো। দূর্গা বাড়িতে পুজার্চনায় মগ্ন হয়েছেন ভক্তরা।

প্রসঙ্গত, বোধনের শুরুতেই জনস্রোতে ভাসলো তিলোত্তমানগরী। সন্ধ্যে থেকেই পূজা মণ্ডপে ভিড় জমাতে শুরু করেছিল। তবে, মহাপঞ্চমীর দিনেই অনেক মণ্ডপ খুলে দেওয়া হয়েছিল সাধারণ মানুষের জন্য। এদিন থেকেই রাস্তায় ভিড় জমতে শুরু হয়। একদিকে পুজো মণ্ডপের উদ্বোধন পূজা পাঠ অন্যদিকে প্যান্ডেল প্রতিমা দেখার জন্য উৎসুক জনতার স্রোত বইছে বনেদি ক্লাবগুলোতে।

মন্দিরের পুরোহিত তপন চক্রবর্তী দুর্গা বাড়ির বলেন, এবারের দুর্গা পুজোর ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, সব গুলো তিথিই পড়েছে রাতে। কিন্তু রাতে তো দুর্গা পূজার বিধান নেই।রাতে হোম, যজ্ঞ, কল্পারম্ভ কিছুই করা যাবে না। তাই সকালের দিকে যেটুকু তিথি পরেছে তার মধ্যেই পুজো সারতে হবে। এবার ষষ্ঠী পূজার বোধন পঞ্চমীর সন্ধ্যেতেই করে নিয়েছে। অর্থাৎ ৮ অক্টোবর মঙ্গলবার। ষষ্ঠীর দিন অর্থাৎ ৯ অক্টোবর বুধবার সকাল ৭:৩২ মিনিটে ষষ্ঠী ছেড়ে দেবে। সেই কারণে ষষ্ঠীর দিন সকালে ভোর চারটে তে উঠে ষষ্ঠী পুজোয় বসতে হয়েছে। এই দিনই সন্ধ্যে বেলা আমন্ত্রণ ও অধিবাস করতে হবে। সপ্তমী পুজোর ভোজ্য সামগ্রী ও মহাস্নান এর দ্রব্যদি ষষ্ঠীর ভোর রাতেই সব ঠিকঠাক করে রাখতে হবে কারণ ১০ অক্টোবর বৃহস্পতিবার মহা সপ্তমী তিথি সকাল ৭:২৫ মিনিটের মধ্যেই শেষ।

এদিন তিনি আরো বলেন, সপ্তমী পুজোয় বসতে হবে ব্রাহ্ম মুহূর্তে। সাড়ে চারটে থেকে পাঁচ টার মধ্যে নব পত্রিকা স্নান ও প্রবেশ স্থাপন করতে হবে। পুরোহিতরা বারবার বলছেন পুজো হবে এবার সংক্ষিপ্ত। এমন কি যারা পুষ্পাঞ্জলি দেবেন তাদের হাতে বারবার ফুল বেলপাতা দেবার ও সময় থাকবে না। ১১ অক্টোবর শুক্রবার মহা অষ্টমী ও মহা নবমী তিথি একদিনে পরেছে। কেবল ভোর ৬:৪৮ মিনিট পর্যন্ত অষ্টমী। সকাল ৭:১২ এর মধ্যে সন্ধি পুজো ও শেষ করতে হবে। সকাল ৬ টার মধ্যে অষ্টমী পুজো শেষ করে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হবে। সকাল ৯:২৪ এ মহা নবমী লেগে যাবে। তাই নবমীর পুজো ও ভোর আরতি অষ্টমী দিনেই করে নিতে হবে। ১২ অক্টোবর শনিবার সকাল ৫:৪৪ মিনিট পর্যন্ত নবমী। এরপর ই দশমী তিথি।

সিপিএমের রাজ্য দপ্তরে ৩৭ তম শহীদান দিবস পালিত

আগরতলা, ১৪ অক্টোবর: জোট আমলে বীরচন্দ্র মনুতে একসাথে সিপিএমের ১৩ জন কর্মী শহিদ হয়েছিলেন। আজ সিপিএমের রাজ্য দপ্তরে ৩৭ তম শহীদান দিবস পালন করা হয়েছে। এদিন উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী সহ পার্টির নেতৃত্বরা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, ১৯৮৮ সালে ১২ অক্টোবর বীরচন্দ্রমনুতে তৎকালীন জোট সরকারের দখলকৃত পার্টি অফিস উদ্ধার করে সেখানে পতাকা উত্তোলন করেতে গিয়ে সন্ত্রাসের বলি হয়েছিলেন শ্রীরাম পাল সহ সিপিএমের ১৩ জন কর্মী। গত ৫ বছর যাবৎ কংগ্রেস জোট সরকার ত্রিপুরার উপর হত্যালীলা চালিয়েছিল। ওই ৫ বছরে তিন শতাধিক মা বোন ধর্ষণের শিকারও হয়েছিলেন। তাই প্রতিবছর ন্যায় এবছর সারা রাজ্যে শহীদান দিবস পালন করা হচ্ছে।

সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়ানো হচ্ছে গুজব আইনি ব্যবস্থা নেবে ত্রিপুরা পুলিশ

আগরতলা, ১৪ অক্টোবর: মিথ্যা সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের মাধ্যমে কয়েকজন ভিত্তিহীন গুজব ছড়িয়ে রাজ্যের শান্তি নষ্ট করার চেষ্টা করছে। অনুগ্রহ করে এই ধরনের পোস্টে মনোযোগ দেবেন না।

রাজ্য পুলিশ এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে। যদি কেউ এই ধরনের কোনো সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট/বার্তা দেখেন, অনুগ্রহ করে নিকটস্থ থানায় রিপোর্ট করুন বা ১১২/১০০ ডায়াল করুন। রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ও স্বাভাবিক রয়েছে।

আবারো দুই বাংলাদেশী ও দুই ভারতীয় টাউট আটক

আগরতলা, ১৪ অক্টোবর: সীমান্তে কড়া নিরাপত্তার পরও অবৈধভাবে বাংলাদেশীরা রাজ্যে প্রবেশ করছেন। আবারো অনুপ্রবেশের দায়ে দুইজন বাংলাদেশি সহ দুই ভারতীয় টাউটকল গ্রেফতার করেছে মধুপুর থানার পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে বাংলাদেশী নাগরিকরা সীমান্ত অতিক্রম করবেন। সেই খবরের ভিত্তিতে কোয়াঢেপা এলাকায় বিএসএফ ও মধুপুর থানার পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে দুই বাংলাদেশী দুই ভারতীয় টাউটকে আটক করে বলপ জানা যায়।

মোহনপুরের বিভিন্ন পুজো মণ্ডপ উদ্বোধন করেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ

আগরতলা, ১৪ অক্টোবর: আজ মোহনপুরের বুড়ির চক বাজার ও গামছা কোবরা বাজারে জনজাতি দিদিদের দ্বারা আয়োজিত সহ বিভিন্ন পূজো মন্ডপ উদ্বোধন করেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরায় এবার পূজোর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে পূজোতে আনন্দ উপভোগ করতে আহবান জানিয়েছেন তিনি।

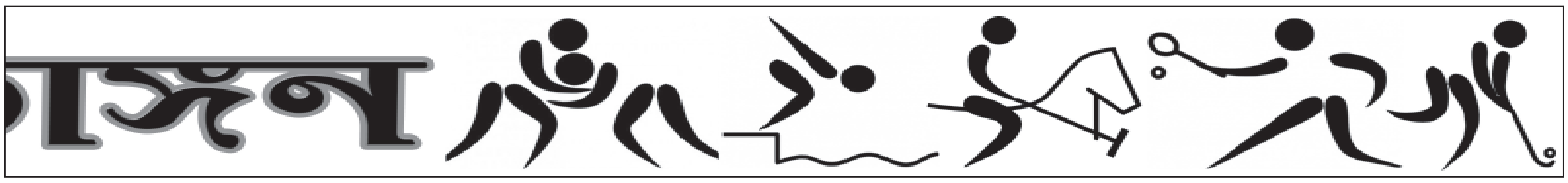

এমবিবি স্টেডিয়ামের বদান্যতায় ওড়িশা ত্রিপুরার ৪ দিনের রঞ্জি ম্যাচে একটি বলও পড়েনি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ভেস্তে গেলো ত্রিপুরা ওড়িশার রঞ্জি ম্যাচ। চার দিনের খেলা। মাঠে একটি বলও গড়ায় নি। কোনও ব্যাটার্সকেও ব্যাট হাতে নামতে হয়নি। আরেকটু পরিষ্কার করে বলা যায়, টস-ই হয়নি। অপরাধ, ম্যাচ চলাকালীন নয়, প্রথম দিনের খেলা শুরুর ৬ ঘন্টা আগে আধ ঘন্টার জন্য এবং দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরুর এক ঘন্টা আগে ২০ মিনিটের জন্য কয়েক মিলিমিটার বৃষ্টি। তাও উইকেট ছিল নিখুঁত। কলকাতা থেকে প্রথম দিন পিচ কিউরেটর সুজন ব্যানার্জি কয়েক ঘন্টার জন্য আগরতলায় এসে এমবিবি স্টেডিয়ামের পিচ যথার্থতার সার্টিফিকেট দিয়ে গেলেও মূলত আউটফিল্ডে জল লেগে থাকার কারণে পুরো চার দিনের খেলা আম্পায়ার ম্যাচ রেফারি মিলে টস করার মত পরিস্থিতি নেই বলে সবুজ সংকেত দিতে পারেননি। সারাদেশে বিভিন্ন ভেন্যুতে রঞ্জি ট্রফির ম্যাচ শুরু হলেও এমবিবি স্টেডিয়াম গ্রাউন্ডে ত্রিপুরা ওড়িশার না হওয়া ম্যাচটি ইতিহাস হয়ে রইলো। মাঠের দায়িত্বে থাকা গ্রাউন্ড স্টাফদের সক্রিয়তা দেখে মনে হয়েছে, চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখা হয়নি। এরপরও ম্যাচ হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি না হওয়ায় বিশেষ করে দুই দলই প্রথম ম্যাচে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে নিলে নিজ নিজ শিবিরে হতাশা বিরাজ করছে।

মোটকথা, বৃষ্টি না হয়েও ত্রিপুরা দলের প্রথম চার দিনের রঞ্জি ম্যাচে একদিনেও বল গড়ায়নি মাঠে। গত ১১ অক্টোবর, শুক্রবার থেকে আগরতলার এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ত্রিপুরা বনাম ওড়িশার মধ্যে প্রথম রঞ্জি ট্রফি ম্যাচ। কিন্তু মাঠ খেলার অনুপযুক্ত থাকায় ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করে ম্যাচ রেফারি সহ আম্পায়ার। ফলে সারা ভারতবর্ষের কাছে কালিমালিপ্ত হলো ত্রিপুরা ক্রিকেট। খেলা না হওয়া নিয়ে ত্রিপুরা দলের ম্যানেজার রঞ্জন দত্ত কি বললেন ! সম্ভবত এই প্রথম ত্রিপুরার এমবিবি স্টেডিয়াম চার দিনের রঞ্জি ট্রফি ম্যাচে একটিও বল পড়েনি মাঠে।

তবে কি কারণে, কেন ম্যাচ রেফারি এই সিদ্ধান্ত নিলেন তা এখনো পুরো বিষয় বুঝা যায়নি। এদিকে, এই গ্রুপের অন্য খেলায় বরোদা ৮৪ রানের ব্যবধানে মুম্বাইকে, সার্ভিসেস এক ইনিংস ও ৬৫ রানের ব্যবধানে মেঘালয় কে পরাজিত করেছে। জম্মু-কাশ্মীর ও মহারাষ্ট্রের ম্যাচটি ড্র-তে শেষ হলেও প্রথম ইনিংসে লিড পেয়েছে জম্মু-কাশ্মীর।

ভিনু মানকড় : ওড়িশাকে হারালেও পাঞ্জাবের কাছে পর্যুদস্ত ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শেষ দু-টি ম্যাচে ত্রিপুরা মিশ্র ফল করেছে। ওড়িশাকে হারালেও শেষ ম্যাচে পাঞ্জাবের কাছে বড় ব্যবধানে হারতে হয়েছে ত্রিপুরা দলকে। খেলা বিসিসিআই আয়োজিত অনূর্ধ ১৯ জাতীয় ক্রিকেট তথা ভিনু মানকড় ট্রফির ই গ্রুপের খেলা। প্রথম দুটি ম্যাচে যথাক্রমে জম্মু-কাশ্মীরের কাছে ন্যূনতম উইকেটে এবং তামিলনাড়ুর কাছে নয় উইকেটে পরাজয়ের পর, ২০২ রানের ব্যবধানে মিজোরামকে পরাজিত করেছিল। বৃহস্পতিবার চতুর্থ ম্যাচে ত্রিপুরা ওড়িশার বিরুদ্ধে ভিজেডি মেথডে ৩৪ রানের ব্যবধানে ত্রিপুরা জয় লাভ করেছে। টস জিতে ত্রিপুরা প্রথম ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে ৪৮.১ ওভারে ১৮০ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে দেবাংশু দত্তের ৭১ রান, অভিক পালের ৩৫ রান, রাহুল সূত্রধরের ৩০ রান উল্লেখযোগ্য। দেবাংশু ১১১ বল খেলে দশটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৭১ রান পায়। ব্যাট করতে নেমে ওড়িশা ৩৫ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে ১২৯ রান সংগ্রহ করে। রাজ্য দলের বোলার রাকেশ রুদ্র পাল ১৬ রানে তিনটি এবং অর্কজিৎ রায় ও রিয়াদ হোসেন দুটি করে উইকেট পেয়েছে। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ভিজেডি মেথডে ত্রিপুরা দল ৩৪ রানে জয়ী হয়েছে। শনিবারের খেলায় টস জিতে পাঞ্জাব প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ৩৪৩ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে রাহুল কুমার ১২১ বল খেলে ১৩ টি বাউন্ডারি ও আটটি ওভার বাউন্ডারি মেরে সর্বাধিক ১৬১ রান সংগ্রহ করে। এছাড়া, অধিনায়ক বিহান পায় ৪৯ রান। রাজ্য দলের রাহুল সূত্রধর ৫২ রানে তিনটি উইকেট পায়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরার ব্যাটার্সরা ২৮.৫ ওভার খেলে ৭০ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। রোহন বিশ্বাস সর্বাধিক ২২ রান পায়। অধিনায়ক দ্বীপজয় দেবের ১৭ রান এবং দেবাংশু দত্ত ১৬ রান সংগ্রহ করে। পাঞ্জাবের ধামনামপ্রীত এবং শুভম তিনটি করে উইকেট পেয়েছে।

কর্ণেল সি কে নাইডু ট্রফি ক্রিকেটে প্রথম ইনিংসে লিড নিয়ে এগিয়ে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শুরু হয়েছে কর্নেল সি কে নাইডু ট্রফি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। আয়োজক ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ড। প্রথম ইনিংসে ত্রিপুরা এগিয়ে রয়েছে। দুই দিনের খেলা শেষে প্রতিপক্ষ মহারাষ্ট্র পিছিয়ে রয়েছে ১০৮ রানে। খেলা হচ্ছে ঔরঙ্গাবাদে শম্ভুজিনগর গ্রাউন্ডে। প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়েছিল মহারাষ্ট্র। তবে ৩৩.৫ ওভার খেলে ১৬০ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হলে, ত্রিপুরার সামনে এক দারুন সুযোগ আসে। প্রায় দেড় দিনে ত্রিপুরা ১০৩.৫ ওভার খেলে ২৭৭ রানে ইনিংস শেষ করলে ১৭০ রানে দারুন লীড পায়। পিছিয়ে থেকে মহারাষ্ট্র ফের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ২৩ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ৬২ রান সংগ্রহ করে। এক কথায় মহারাষ্ট্র এই মুহূর্তে ১০৮ রানে পিছিয়ে রয়েছে। উল্লেখ্য, এই গ্রুপে নিজেদের চার দিবসীয় প্রথম খেলায় চন্ডিগড় খেলছে কেরালার বিরুদ্ধে। কর্ণাটক খেলছে তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে। ওড়িশা খেলছে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে।

পাকিস্তান সিরিজের দল ঘোষণা অস্ট্রেলিয়ার, লে ফিরছেন কামিন্স-স্টয়নিস

সিডনি, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পাকিস্তান তিনটি ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে সামনের নভেম্বর মাসে। সেই সিরিজের ১৪ সদস্যের দল সোমবার ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। দলে ফিরছেন কামিন্স-স্টয়নিস।

আগামী ৪ নভেম্বর মেলবোর্নে তিন ম্যাচের ওয়ানডে দিয়ে শুরু হবে সিরিজ। সিরিজের বাকি দুই ম্যাচ হবে ৮ ও ১০ নভেম্বর অ্যাডিলেড ও পার্থে।অস্ট্রেলিয়ার ১৪ সদস্যের স্কোয়াড:প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), শন অ্যাবট, কুপার কনোলি, অ্যারন হার্ডি, জ্যাক-ফ্রেজার ম্যাকগার্ক, জশ ইংলিশ, জশ হ্যাজেলউড, মারনাস লাবুশেন, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, ম্যাথু শর্ট, স্টিভ স্মিথ, মিচেল স্টার্ক, মার্কাস স্টয়নিস ও অ্যাডাম জাম্পা।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে জিবি হাসপাতালের বিশেষ সুনাম রয়েছেঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৪ অক্টোবর : দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে পিবিপি হাসপাতালের বিশেষ সুনাম রয়েছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এই হাসপাতালটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আজ আগরতলার গোবিন্দ বল্লভ পন্থ (জিবিপি) হাসপাতালের ৬৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ও প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অতীতের জিবিপি হাসপাতাল আর বর্তমান সময়কালের জিবিপি হাসপাতালের মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী পূর্বতন সময়ে জিবিপি হাসপাতালে তাঁর কাজ করার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, সময়ের প্রয়োজন অনুসারে এখানে নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারের সাথে সুপার স্পেশালিটি বিভাগ চালু করা হয়েছে। আগরতলায় আগে চিকিৎসা পরিষেবার জন্য একমাত্র ভি এম (বর্তমান আইজিএম) হাসপাতালই ভরসা ছিল। রোগীদের চাপের কারণে আরেকটি হাসপাতাল স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৯৬১ সালে জিবিপি হাসপাতালটি এখানে স্থাপিত হয়। উল্লেখ্য, ৬৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে জিবিপি হাসপাতালে নতুন একটি বিশেষ স্পেশালিটি ওয়ার্ড নির্মাণের জন্য রাজ্য সরকার এবং ওএনজিসি'র সাথে একটি মউ স্বাক্ষরিত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যসচিব জে কে সিনহা এবং ওএনজিসি'র অ্যাসেট ম্যানেজার তথা আঞ্চলিক অধিকর্তা কৃষ্ণ কুমারের মধ্যে এই মউ বিনিময় হয়। সংক্রামক রোগীদের চিকিৎসার জন্য ২০ শয্যাবিশিষ্ট এই স্পেশালিটি ওয়ার্ড নির্মাণে ওএনজিসি ব্যয় করবে ৩৪ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা আরও বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত-বিকশিত ত্রিপুরা গড়ার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্রীড়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট মানদন্ড অনুসারে 'লক্ষ্য' পরিকল্পনায় সরকার কাজ করছে। ত্রিপুরায় মেডিক্যাল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ হবে এটা আগে ভাবাই যায় নি। বর্তমানে স্বাস্থ্য পরিষেবায় বিনিয়োগের জন্য রাজ্যে বিনিয়োগকারীরা আসছেন। বাইরের রাজ্যে পাঠরত রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরাও সুপার স্পেশালিস্ট হয়ে রাজ্যে ফিরে আসতে চাইছেন বলে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, বর্তমানে চিকিৎসার সব ব্যবস্থাই রাজ্যে রয়েছে। 'মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু' শীর্ষক কর্মসূচির কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই কর্মসূচিতে অধিকাংশ মানুষই আসেন চিকিৎসা সাহায্যের জন্য। দেখা গেছে সাহায্য প্রার্থীদের ৯০ শতাংশেরই চিকিৎসা আমাদের রাজ্যে করা সম্ভব। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জিবিপি হাসপাতালের প্রতি মানুষের যে আস্থা রয়েছে তা আরও বাড়াতে হবে। সমস্যা থাকবে, তার নিরসনও সম্ভব। রাজ্য সরকার সমস্যা নিরসনে আন্তরিক।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা বলেন, উত্তরোত্তর জিবিপি হাসপাতালের বিকাশ ঘটছে। আগামী ১১ বছর পর যখন জিবিপি হাসপাতালের ৭৫ বর্ষপূর্তি হবে তার জন্য এখন থেকেই পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ শুরু করতে হবে। কোভিড সময়কালে জিবিপি হাসপাতালের পরিষেবায় বহু মানুষ সুস্থ হয়ে উঠেছেন বলে মুখ্যসচিব তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জিবিপি হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারপার্সন তথা বিধায়ক মীনারাণী সরকার, ওএনজিসি'র অ্যাসেট ম্যানেজার কৃষ্ণ কুমার, এজিএমসি'র প্রিন্সিপাল প্রফেসর ডা. অনুপ কুমার সাহা, জিবিপি হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডা. শঙ্কর চক্রবর্তী প্রমুখ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডা. তপন মজুমদার, ডা. এইচ পি শর্মা প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডা. অরুনাভ দাশগুপ্ত।

উপ্তাখালিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর: চিকিৎসক ও স্বাস্য কর্মীর দাবিতে উপ্তাখালিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করল গ্রামবাসীরা। দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসক ও স্বাস্য কর্মী নেই। এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়লো উপ্তাখালি এলাকাবাসী।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, এখানে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থাকলেও দুই তিন বছর যাবত কোন ডাক্তার বা স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীদের পাওয়া যায় না। যারা স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে রয়েছেন তারা তিলথৈ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্বাভাবিক নূন্যতম প্রয়োজনে পাঠিয়ে দিচ্ছে। মানুষ বিতশ্রদ্ধ হয়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অবরোধ গড়ে তুলে।

তিন ঘন্টা অবরোধ করার পর যখন স্বাস্থ্য বিভাগের কোন কর্মীকে দেখা যায়নি অবশেষে ক্ষুব্ধ মানুষ জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। ধর্মনগর উত্তর জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের হেড অফিস থেকে জরুরীকালীন ভিত্তিতে একজন মেডিকেল অফিসারকে পাঠানো হয়েছে আপাতত মানুষের ক্ষোভ নিরসনের জন্য।

আজ নয়াদিল্লির সংসদ ভবনে আয়োজিত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির প্রথম বৈঠকে উপস্থিত রাজ্য সভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

দশমীঘাট পরিদর্শনে মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর: দশমী ঘাটে প্রতিমা নিরঞ্জন চলছে। আজ দশমী ঘাট এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছেন মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার।

এদিন তিনি বলেন, প্রতিমা নিরঞ্জনে শহরবাসী নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো।অনেক দিন ধরেই নিগমের প্রয়াস ছিল এই সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধানের। আজ আগরতলা পৌর নিগমের উদ্যোগে দশমী ঘাট এলাকা প্রতিমা নিরঞ্জনের চূড়ান্ত প্রস্তুতির শেষ হয়েছে।

এদন তিনি বলেন, গত বছর ৩৭০ টি প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়েছিল। এবার তার বেশি হবে। প্রতিমা নিরঞ্জনের কাজে নিগমের ১০০ জন কর্মী নিযুক্ত রয়েছেন। পাশাপাশি, শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুর নিগমের তরফ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

৫ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ প্রায় ২৫ হাজার টাকা চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর: পুজোর আনন্দে নিঃস্ব পরিবার। অষ্টমীর রাতে শান্তির বাজার মহকুমার উত্তর পাড়ায় দুঃসাহসিক চুরি সংঘটিত হয়েছে।

বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব। বিগতদিনের ভয়াবহ বন্যার ভয় ভীতি কাটিয়ে মায়ের আরাধায়নায় মাতোয়ারা হয়েছে সকলে। এই দুর্গোৎসবের মধ্যেও চোরের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছেনা লোকজনেরা। শান্তির বাজার পুর পরিষদ এলাকায় উত্তর পাড়ার বাসিন্দা দীপঙ্কর চক্রবর্তী বাড়িতে অষ্টমীর রাতে দুঃসাহসিক চুরি হয়েছে। ওইদিন রাতে বাড়ির মালিক পরিবারের লোকজনদের নিয়ে উদয়পুর পূজা দেখতে যায়। বাড়িতে একাকৃতিত্বের সুযোগ পেয়ে বাড়ীর পেছনের দিক দিয়ে সিড়িঁর দরজাদি য়ে নিশিকুটম্বের দল ঘরে প্রবেশকরে বলে ধারনা করা হচ্ছে।

চোরের দল হানা দিয়ে, ৫ ভরি স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ অর্থ প্রায় ২৫ হাজার টাকা সহ প্রায় প্রায় ১৩ লক্ষ টাকার সামগ্রী চুরি করে পালিয়েছে। রাত্রিবেলায় পূজা দেখে বারিতে এসে চুরির বিষয়ে জানতে পেরে শান্তির বাজার থানায় খবর দেওয়া হয়েছে। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর: যোগেন্দ্রনগর রেলওয়ে স্টেশন থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম বিষু ঋষি দাস। বর্তমানে পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

যোগেন্দ্রনগর রেলওয়েস্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে বিষু ঋষি দাস নামে (৩৬)বছরের এক ব্যক্তির মৃতদহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। মৃত ব্যক্তির বাড়ি প্রতাপগড় ঋষিপাড়া এলাকায়।

পুলিশের বয়ান অনুযায়ী গতকাল সকালে স্থানীয়রা যোগেন্দ্র নগর রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পায়। স্থানীয়রা খবর দেয় পুলিশে। আর তাদের সংবাদের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে যায় হাসপাতাল মর্গে।

এই ব্যাপারে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গেছে মৃত ব্যক্তি কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন ছিল।

ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের বিশ্রামগঞ্জ শাখায় তালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর: এগ্রিমেন্ট এর সময়সীমা শেষ হওয়ার পরও ভাড়া বৃদ্ধি না করায় ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক বিশ্রামগঞ্জ শাখায় তালা ঝুলিয়ে দিল বিল্ডিংয়ের মালিক। তাতে চরম দুর্ভোগের মুখে গ্রাহকরা।

ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক বিশ্রামগঞ্জ শাখায় তালা দিলেন বিল্ডিং এর মালিক কালী কৃষ্ণ দেবনাথ। ওনার অভিযোগ গ্রামীণ ব্যাংক বিশ্রামগঞ্জ শাখা র সঙ্গে উনার এগ্রিমেন্ট শেষ হয়েছে তিন বছর হয়ে গিয়েছে। নতুন করে এগ্রিমেন্ট এবং স্কয়ার ফুট ভাড়া এখন পর্যন্ত বাড়াচ্ছে না গ্রামীণ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ।

ব্যাংক থেকে তিন বছরের এরিয়ার বাবদ প্রচুর টাকা পাওনা বিল্ডিং এর মালিক। প্রতিশ্রুতির পর প্রতিশ্রুতি দিয়েও দিচ্ছে না এরিয়ার এর টাকা এবং বাড়াচ্ছে না স্কয়ার ফুট ভাড়া। যার ফলে তালা দিয়ে দিয়েছে সোমবার দিন সকাল সাড়ে নয়টায়। এই অচল অবস্থায় প্রচুর গ্রাহক এবং ব্যাংকের স্টাফরা অপেক্ষা করতে থাকে গ্রামীণ ব্যাংকের সামনে।

ইন্দিরা ফেলোশিপ কর্মসূচি চালু করল কংগ্রেস: আশীষ কুমার সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর: ইন্দিরা ফেলোশিপ কর্মসূচি চালু করল কংগ্রেস। মহিলাদের আরও বেশি করে রাজনীতির প্রাঙ্গণে যোগ দেওয়ানোর উদ্দেশেই এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই জানিয়েছেন পিসিসির সভাপতি আশিস কুমার সাহা।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযুষ কান্তি বিশ্বাস, প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সর্বানি ঘোষ চক্রবর্তী, মহিলা কংগ্রেসের প্রদেশ অবজারভার মমতাজ বেগম সহ অন্যান্য নেতৃত্বগণ।

এদিন শ্রীসাহা বলেন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব সহ প্রশাসনের বিভিন্ন দিকগুলিতে মহিলাদের উতাহিত ও ক্ষমতায়নের জন্য ধারাবাহিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে।যাচ্ছে।

এদিন মহিলা কংগ্রেসের প্রদেশ অবজারভার মমতাজ বেগম বলেন, ইন্দিরা ফেলোশিপ প্রোগ্রাম হল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একটি উদ্যোগ, যা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতীর স্মরণে গঠিত হয়েছিল। তাঁর কথায়, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব সহ প্রশাসনের বিভিন্ন দিকগুলিতে মহিলাদের উতাহিত ও ক্ষমতায়নের জন্য ধারাবাহিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছে। রাহুল গান্ধী রাজনীতি এবং জাতি গঠনে মহিলাদের বৃহত্তর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ধারণায় গভীরভাবে বিনিয়োগ করেছেন এবং শক্তি অভিযান নামক এই বিপ্লবে যোগ দেওয়ার জন্য মহিলাদের আহ্বান জানিয়েছেন।

এদিন তিনি আরও বলেন, ইন্দিরা ফেলোশিপ হল শক্তি অভিযানের একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান। তাছাড়া, মহিলাদের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। কংগ্রেসের মূল্য হল, সংস্থান, সুযোগ এবং ক্ষমতা কাঠামোতে নারীরা যাতে ৫০ু ভাগ পায় তা নিশ্চিত করা। শক্তি অভিযানে কেন্দ্রে মহিলাদের নিয়ে একটি গঠনমূলক সমাজ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলেন তিনি।

দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর: রাতের আঁধারে স্বর্ণের দোকানে দুঃসাহিক চুরি হয়েছে। চোরের দল হানা দিয়ে নগদ ৪০ হাজার টাকা সহ সাড়ে তিন ভরি স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে পালিয়েছে। ঘটনার বিবরনে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে জ্যাকসন গেইট এলাকায় গৌতম দেবের স্বর্ণের দোকানে চুরি সংঘটিত করে নিশিকুটম্বের দল। চোরের দল হানা দিয়ে দুটি সিন্দুক ভেঙে নগদ ৪০ হাজার টাকা এবং আনুমানিক সাড়ে তিন ভরি স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে পালিয়ে যায়। আজ সকালবেলা দোকান খুলতে এসে চুরির বিষয়টি দোকানের মালিকের নজরে আসে। পূজোর রাতে শহরে চুরিকান্ডে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

পুজোর দিনগুলিতে বিদ্যুৎ পরিষেবাকে স্বাভাবিক রাখতে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে দপ্তর ঃ সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর: পূজোর দিনগুলিতে বিদ্যুৎ পরিষেবাকে স্বাভাবিক রাখতে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে দপ্তর। আজ আগরতলার ৭৯ টিলার পাওয়ার অফিস পরিদর্শনে গিয়ে একথা বলেন বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শ্রী সিং বলেন, পুজোর দিনগুলোতে বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ ও অন্যান্য আধিকারিকা নিরন্তন প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। সেই প্রচেষ্টায় যেতে কোন দিকে ঘাটতি না থাকে তার জন্য আজকের এই পরিদর্শন বলে জানান তিনি।

এদিন পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের জেনারেল ম্যানেজার রঞ্জন দেববর্মা সহ অন্যান অন্যান্য আধিকারিকরা। তিনি আরও বলেন, বিদ্যুৎ দপ্তরে ঊর্ধতন আধিকারিক সহ দপ্তরের কর্মীরা নিরন্তনভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। পূজোর দিনগুলিতে বিদ্যুৎ পরিষেবা সঠিকভাবে চালানো হবে।

পুজো সেরে বাড়ি ফেরার পথে যান দুর্ঘটনার শিকার পুরোহিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর: অষ্টমী পুজো সেরে বাড়ি ফেরার পথে বাইক ও মারুতি গাড়ির সংঘর্ষে ডান পা হারালো এক পুরোহিত। ওই ঘটনায় সিপাহীজলা নৌকা ঘাট এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে অষ্টমী পুজো সেরে বাড়ি ফেরার পথে বাইক ও মারুতি গাড়ির সংঘর্ষে ডান পা হারালো এক পুরোহিত। সাথে সাথে তাকে হাসপাতালের নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বর্তমানে তাঁর অবস্থা আশঙ্কা জনক বলে জানা গিয়েছে।

লক্ষাধিক টাকার বিলেতি মদ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর: গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মদ বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেয়েছে আমতলী থানার পুলিশ। অভিযানে এক লক্ষ টাকার বিলেতি মদ উদ্ধার করে বলে জানান এসডিপিও শঙ্কর চন্দ্র দাস। এসডিপিও শঙ্কর চন্দ্র দাস বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে হাঁপানিয়া এলাকায় রাকেশের বাড়িতে প্রচুর পরিমাণ বিলেতি মদ মজুত রয়েছে। সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে এক লক্ষ টাকার বিলেতি মদ উদ্ধার করে বলে জানান এসডিপিও শঙ্কর চন্দ্র দাস।

বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে এসে গুরুতর আহত একাধিক শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর: বেতাগা সাইনবোর্ড এলাকায় বিদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে এসে গুরুতর আহত হয়েছে একাধিক শিশু। বর্তমানে তারা শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে রয়েছে। ঘটনার বিবরন জানা গিয়েছে, শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বেতাগা সাইনবোর্ড এলাকায় একটি বাড়ীতে সার্ভিস লাইনের তার ছিরে পরে। পরবর্তী সময় এই তারের সংস্পর্শে আসে বাড়ীর কয়েকজন শিশু। এদের মধ্যে দুইজন শিশু গুরতর আহত হয়। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুততার সহিত ঘটনাস্থলে ছুটে যায় শান্তির বাজার দমকল বাহিনীর কর্মীরা। দমকলবাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আহত শিশুদের চিকিৎসার জন্য শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে জানাতে গিয়ে আহত শিশুদের পরিবারের লোকজনেরা জানান, বিদ্যুৎ দপ্তরের খামখেয়ালীপনায় আজকে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

মদের আসরে খুন বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর: মদের আসরে এক বৃদ্ধকে খুন করা হয়েছে। ওই ঘটনায় খোয়াই পূর্ব গণকি এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে গিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গতকাল রাতে থানায় খবর আসে খোয়াই পূর্ব গণকি এলাকায় এক বৃদ্ধকে খুন করা হয়েছে। সাথে সাথে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে। তদন্তে নেমে জানা গিয়েছে রবীন্দ্র শুক্ল বৈদ্য ও শ্রী ধর তাঁতি গতকাল রাতে মদের আসরে বসেছিল। তারপর তাঁদের কোনো একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে বাকবিতন্ডা শুরু হয়েছিল। বাক বিতন্ডা এক সময় ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। শ্রী ধর তাঁতির হাতে খুন হয়েছে রবীন্দ্র শুক্ল বৈদ্য। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে।

আস্তাবল মাঠে মারপিট কাণ্ডে দুই যুবক গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর: আস্তাবল মাঠে মারপিটের ঘটনায় পুলিশ দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে। ওই ঘটনায় গুরুতর আহত আশরাফুল হক চিকিৎসাধীনে রয়েছে। বাকি অভিযুক্তদের গ্রেফতার করার চেষ্টা চলছে বলে জানান সদর এসডিপিও।সদর এসডিপিও দেবপ্রসাদ রায় বলেন, গত ১০ অক্টোবর ভোরে আস্তাবল ময়দানে আশারাফুল হককে কয়েকজন যুবক মিলে বেধড়ক মারধর করে। তাতে গুরুতর আহত হয়েছে ওই যুবক। বর্তমানে সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে রয়েছে। পরবর্তী সময়ে সে থানায় মামলা দায়ের করেন। পুলিশ মামলা হাতে নিয়ে তদন্তে নেমে দুই যুবককে আটক করে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।